শুদ্ধ বলা শুদ্ধ লেখা

রণজিৎ বিশ্বাস

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

শুদ্ধ বলা শুদ্ধ লেখা

রণজিৎ বিশ্বাস

সূচীপত্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক ❑ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ০১৭৬৬-১০৯৫০২

শুদ্ধ বলা শুদ্ধ লেখা
ড. রণজিৎ বিশ্বাস

স্বত্ব ❑ গ্রন্থকার
৫ম মুদ্রণ ❑ সেপ্টেম্বর ২০১২
৪র্থ মুদ্রণ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৩য় মুদ্রণ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১১
২য় মুদ্রণ ❑ মার্চ ২০১০
১ম মুদ্রণ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রচ্ছদ ❑ নিয়াজ চৌধুরী তুলি
বর্ণবিন্যাস ❑ রেজোয়ানা জামান
মুদ্রণ ❑ সাদাত প্রিন্টিং প্রেস, ১৪ কবিরাজ গলি লেন, ঢাকা ১১০০

ভারতে পরিবেশক ❑ রাজু বুক স্টোর
স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ)
সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক ❑ মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক
www.muktadhara.com
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
কানাডায় পরিবেশক ❑ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফ্‌টস
২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো
অনলাইন বুকশপ ❑ www.rokomari.com
www.boi-mela.com

Shudhwa Bala Shudhwa Lekha
by Dr. Ranjit Biswas

Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100. Bangladesh
Ph : (+88) 01766-109502
e-mail : sucheepatra77@gmail.com, saeedbari07@gmail.com
website : www.sucheepatra.com
Price : BDT. 125.00 Only. US $ 7.00. £ 5

মূল্য : ৳ ১২৫.০০ মাত্র

ISBN 978-984-8557-31-0

এই বইয়ের বিষয়বস্তু ও মতামত গ্রন্থকারের নিজস্ব -প্রকাশক

উৎসর্গ

পুত্রশোকের অমূল্য ঋণে
বেঁধে বড় অকালে
হারিয়ে যাওয়া
এবং
সংসারলোকে আমার সবচেয়ে
প্রিয় পাওয়া
অভিষেক বিশ্বাস-কে

প্রণোদনকথা

নিজের শ্রমজীবন যে বছর প্রকৃত অর্থে শুরু হয়, সে বছর যাদের জন্ম হয়েছে, হিসেব করে দেখেছি, তাদের বয়স এখন ছত্রিশ। এই জীবনে আনন্দে বেদনায় হরিষেবিষাদে ও প্রাপ্তিতেবঞ্চনায় বেশ ক'টি ভাগ আমাকে পার করতে হয়েছে।

এর এক ভাগে পাওয়া মাথার ওপরে বসা একজন ভাগ্যবান লোকের কথা কখনোই ভোলা যাবে না। আনন্দদায়ক কোন অভিজ্ঞতার জন্য নয়, ক্ষোভ ও লাঞ্ছনার জন্য। সব মিলিয়ে তিনি আমাকে বড় বেশি অবজ্ঞা ও জ্বালাতন করেছেন। ভাষিক শুদ্ধতার ব্যাপারে আমার আগ্রহের বিষয়টি তিনি বড় তুচ্ছতাচ্ছিল্যে গ্রহণ করতেন।

তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করেই বলতেন—ওর সময় গেল শুধু বাক্যের ত্রুটি আর বানানের ভুল খুঁজে। বিরক্তিকর! জবাবে আমি মনে মনে বলতাম—'অক্ষম্য'।

কোনভাবেই তাকে বোঝাতে পারিনি যে শুদ্ধ লেখার চেষ্টা বাড়তি কোন সময় দাবি করে না। যার জানা থাকে, সে প্রথম মুসাবিদাতেই শুদ্ধ অথবা শুদ্ধতার অতি নিকটবর্তী একটি জিনিস বা'র করে দিতে পারে। ব্যাপারটা আগ্রহের, আন্তরিকতার ও ভালোবাসার।

জানি আমরা, মানুষে মানুষে যোগাযোগ হয় ভাষার বাহনে। কথাটি সত্য। তাই বলে এই ভাষাটি ব্যবহারে অমনযোগী থেকে যোগাযোগটা সেরে নিলেই হবে—এমনটি সত্য নয়।

শ্রমজীবনে অনেককেই সইতে হয়েছে, যারা স্থানিক ও অবস্থানিক সুবিধায় কাঁপতে কাঁপতে অন্যকে ভয়ে কাঁপিয়েছেন। তাদের যুক্তি, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করা গেলেই ভাষার কাজ শেষ। যোগাযোগের ভাষায় কোন 'ফাইন টিউনিং' এর দরকার নেই।

এই একই যুক্তি আমরা ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষার বেলায় দেখাই না। সেখানে ভুলের জন্য আমরা লজ্জিত হই, দক্ষতার জন্য প্রশংসিত হই। বাংলা নিজের ভাষা বলেই অথবা বাংলাকে বেশি ভালোবাসি বলেই সম্ভবত: তার ওপর এই জোরটা আমরা খাটাতে চাই।

এই জোর যারা খাটাচ্ছি, তারা নিজের এক দিকের দুর্বলতাকে অন্যদিকের দাপটে প্রতাপে ঢাকার চেষ্টায় শোর তুলছি, অন্যদিকে ভাষাটিকে বড় অশ্রদ্ধা করছি এবং নিজেদের অনুবর্তী প্রজন্মকে বড় অবহেলায় তা শেখাচ্ছি।

হেলা-অবহেলার শিকার সেই প্রজন্ম ও তাদের উদাসীন অভিভাবক ও শিক্ষকজনেরা এই রচনার প্রণোদক। যারা এখনও মনে করেন— জানাজানিতে কোন কিছুই না হোক, উত্তরণের পথে এটি কোন অবদান না রাখুক ও চারপাশে বিষয়টি যতই অনাদৃত হোক, আমাদের থাকা উচিত শুদ্ধতার পক্ষে তাদের হাতে;

তাদের নিজেদের জন্য না হোক সন্তানদের জন্য; কিছু কথা দু'মলাটের মাঝখানে বেঁধে ফেলার সাহস করে বসলাম।

এই সাহসের পিদিমে সলতে উশকে দিয়েছে নিজের খুব বড় দু'জন সমালোচক। আত্মজা উপমা বিশ্বাস— যার জীবন বড় অসময়ে বড় কঠিন করে তোলার জন্য যে আমাকে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দায়ী করতেই পারে ও তার মা শেলী সেনগুপ্তা, যিনি আমাকে এসংসারে কোন ভালো কাজের 'লায়েক'ই ভাবেন না। এটি স্থাপনের জন্য একটি পিলসুজ, আন্তরিকভাবে এগিয়ে দিয়েছেন সূচীপত্র'র প্রধান নির্বাহী সাঈদ বারী। এই রচনাটি 'পপুলার' সাহিত্যের বন্ধনীতে না পড়ার পরও, কাজটি গুছিয়ে আনায় লেখকের অক্ষম্য বিলম্ব ও অবিশ্বাস্য কুঁড়েমির পরও।

শুধু বাংলাভাষা নয়, কিছু ইংরেজি শব্দও যে প্রতিদিনের ভাষায় আমরা ব্যবহার করি, যা নিয়ে গঠিত আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহারিক ভাষা, তারও কিছু কিছু ত্রুটিকণ্টক আলোচনায় ধরা হয়েছে।

ভাষায় ত্রুটি মোটামুটি ও গোটাগুটি এক হিসেবে চার ধরনের হতে পারে। বানানের ত্রুটি, উচ্চারণের ত্রুটি, ব্যাকরণের ত্রুটি এবং ধারণাগত বা ভাবগত ত্রুটি। সব ত্রুটির কিছু কিছু নমুনা খুঁজে খুঁজে তুলে আনায় যে শ্রমনিয়োজন হয়েছে, তা সার্থক মেনে আনন্দিত হবো, যাদের জন্য নিবেদন তারা যদি কাজটাকে প্রয়োজনীয় মনে করে।

রণজিৎ বিশ্বাস

সূচী

শব্দ নিয়ে খেলা ॥ খেলার জন্য শব্দ / ১১
কঠিন, তবু থাকা চাই শুদ্ধতার পক্ষে / ১৬
খেলার নাম 'শব্দখেলা' / ১৯
শব্দের ফায়দা তোলার কায়দা / ২৩
দু'বার বলার গলদ সোয়াস্তি / ২৫
'কী' নিয়ে এত কী কথা / ২৮
'কী' নিয়ে আরও কিছু / ৩১
ভাষাও বিজ্ঞান মানে / ৩৩
গোলকধাঁধা'র আরও কিছু / ৩৫
সম্মানসূচক চন্দ্রবিন্দু / ৩৮
মহাপ্রাণ-এ মহাপার্থক্য / ৪১
ডাবল (দীর্ঘ) ঈ-কার নিয়ে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি / ৪৪
বাড়তি ন'এর বাড়াবাড়ি / ৪৫
ব্যাপারটা বিশেষ্য-বিশেষণের / ৪৬
মনে হয় ভজকট নয় মোটে খটমট / ৪৭
প্রয়োজনীয় কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান / ৪৯
কার সঙ্গে কে যাবে / ৭০
যে বানান আমাদের ভ্রমসঙ্গী হতে চায় / ৭১
ইংরেজিতে শুদ্ধ বাংলায় ভুল / ৭২
কেউ দেয় না নজর আমারদের ওপর / ৭২
আমাদের আরও ছোট করা যেতো / ৭৩
উচ্চারণে মনযোগ বড় কম পাই / ৭৫
বুঝতে চাইনা তফাৎ কোথায় / ৭৭
ভুল হলো উপস্থাপনা / ৭৮
শেষ কথা / ৮০

সূচীপত্র প্রকাশিত গ্রন্থকারের অন্য বই

ব্যবহারিক বাংলা : যত ভুল তত ফুল (২০১২)

শব্দ নিয়ে খেলা
খেলার জন্য শব্দ

আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রের অভাব নেই। প্রতিবছরই, গুণে রাখা কষ্ট এমন অনেক মেধাবী ছাত্র এখানে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই কমের কম, বেশের বেশি এমনটা হয় না, তেমন নয়। তবে, পরের কথাগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুনো বড় নামী এক ছাত্রকে নিয়ে।

কথাগুলো তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নয়, একেবারে ছোটবেলার। বড় হয়ে তিনি শিক্ষক হয়েছিলেন এবং সাহিত্যিক হয়েছিলেন, মূলতঃ কবি ও গল্পকার। কবিতা বিষয়ে একটা পত্রিকাও তিনি বা'র করতেন, তার নামও 'কবিতা'। 'মনের স্বাস্থ্য' তাঁর সবসময়ই ভালো ছিল, 'শরীরের স্বাস্থ্য' তেমন কখনো নয়। জীবনের একেবারে শেষের দিকে এসে তিন খণ্ডে লিখেছিলেন নিজের জীবনের কথা। কলকাতার 'দেশ'পত্রিকায় (প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক এখন পাক্ষিক) তা একের পর এক ছাপা হয়েছিল। শেষ খণ্ডটি যখন ছাপা হলো, তখন তিনি আর নেই। (প্রথম খণ্ড *'আমার শৈশব'* দ্বিতীয় খণ্ড *'আমার যৌবন'* এবং তৃতীয় খণ্ড *'আমার কবিতাভবন'*)।

এই সাহিত্যিক ও এক কালের তুখোড় ছাত্র বুদ্ধদেব বসু। নোয়াখালিতে জন্ম ছোট সেই জেলা এখনতো তেভাগা। নোয়াখালি, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর।

বুদ্ধদেবের লেখাতেই পড়া, যখন তিনি খুব ছোট ছিলেন, তখন তাঁর দাদু কীভাবে তাকে নতুন নতুন ইংরেজি শব্দ শেখাতেন। শব্দ শুধু নয়, বাক্য গঠনও। তার আগে বোধ হয় বলা ভালো, কেমন কৃতী ছাত্র ছিলেন এই বুদ্ধদেব বসু।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য নিজেকে খুব ভালোভাবে তৈরি করলেন তিনি। টার্গেট প্রথম স্থান অধিকার। অসাধারণ ভালো পরীক্ষাও দিলেন। কিন্তু হয়ে গেলেন চতুর্থ। সন্তুষ্ট আর কেউ হোন না হোন বড়

কথা নয়, বুদ্ধদেব নিজে হতে পারলেন না। বৃত্তিও জুটলো না, কারণ তখন নিয়ম ছিল, যে ফার্স্ট হবে সেই শুধু বৃত্তি পাবে। নিজের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আই. এ. পরীক্ষার জন্য ভালো প্রস্তুতি নিলেন না। কিন্তু, হলে হবে কি, সে পরীক্ষায় নিজেকেও অবাক করে দিয়ে তিনি হয়ে গেলেন দ্বিতীয় এবং তাঁর ভাগ্য এমনই ভালো, সে বছর দ্বিতীয় স্থান অধিকারীর জন্যও বৃত্তি বরাদ্দ শুরু হলো।

বৃত্তি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন ইংরেজিতে অনার্স পড়ার জন্য। তারপর কেউ আর তাঁর নাগাল পায়নি, অনার্সে আর এম. এ.তে রেকর্ড-নম্বর নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বেরুলেন। তারপর অধ্যাপনা জীবনের শুরু।

এই বুদ্ধদেব যখন শিশু ছিলেন তখন তাঁর দাদু তাকে নিয়ে রাস্তায় বেরুতেন, কখনো সকালে কখনো বিকেলে, বেড়াবার জন্য। হাঁটতে হাঁটতে কখনো হয়তো চোখের সামনে পড়লো একটি নারকেল গাছ। দাদু তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন—বলো দেখি বুদ্ধদেব নারকেল ইংরেজি কী অথবা কী বলে নারকেল গাছকে ইংরেজিতে? কিন্তু তিনি তা করতেন না। তিনি অন্য ধরনের একটা প্রশ্ন করতেন—খ্যান্ ('ক্যান' নয়) য়্যু সী বুদ্ধদেব হোয়াট আই খ্যান সী? অর্থাৎ, আমি যা দেখতে পারছি, তুমি কি দেখতে পারছো বুদ্ধদেব? দাদুর আঙ্গুল ধরা বুদ্ধদেব জবাব দিতেন—ইটস অ্যা ককোনাট ট্রি। কখনো এরকম প্রশ্নে তিনি বলতেন—ইটস অ্যা কাউ ('কাও' নয়), ইটস অ্যা বানিয়ান ট্রি।

এই ধরনের শেখানো বুদ্ধদেবের ভালো লাগতো। তাতে শেখানো বিষয়টা মনে থাকতো এবং শেখার বিষয়টা এক রকম আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো তার কাছে।

শেখায় যেখানে আনন্দের স্বাদ পাওয়া যাবে না, শিশুর মন তা খাবে না; যেখানে তারা বুঝতে পারবে, মাস্টারি হচ্ছে বা শেখানোর 'ষড়যন্ত্র' চলছে, সেখানে মন্ত্রের মতো লেখাপড়ার বিষয় মুখস্ত করতে শিশুদের মন উজোবেনা।

নিজের ছেলেমেয়েকে পড়াতে বসে অভিষেক আর উপমার বাবা এই কথাগুলো বলছিলেন তাদের দু'ভাইবোনকে। তাদের ভালো লাগছিলো। নৌকো ইংরেজি আর ছাগল ইংরেজি তারা অনেক দিন মনে রাখতে পারেনি। কিন্তু যেদিন বাবা ছড়া বানিয়ে পড়ালেন, ছাগল-গৌট ('গোট' নয়), নৌকো-বৌট ('বোট' নয়), সেদিন থেকে তাদের ভোলাটাই কঠিন হয়ে গেলো। তেমনি যেদিন তিনি পড়ালেন',

"ওয়াইজ (wise) মানে বিজ্ঞলোক, প্লাউম্যান (ploughman) চাষা।

স্কাই (sky) মানে নভোলোক, কিউকাম্বার (cucumber) শশা"

সেদিন তারা অনেকক্ষণ ধরে তালি বাজিয়ে বাজিয়ে ঐ দু'লাইন গাইলো।

তখন, তিনিও উৎসাহ নিয়ে বললেন—শব্দ নিয়ে আমি আরও দু'চারটা খেলা জানি, চাও যদি শেখাতে পারি। তারাতো তার জন্য বসেই ছিলো। বাবা বললেন শিখতে চাও ভালো কথা, খাটতে হবে, মাথা ঘামাতে হবে; বুদ্ধি খেলাতে হবে। এক কথায় তারা রাজি—খাটবো, ঘামাবো এবং বুদ্ধি খেলাবো।

শুরু হলো প্রথম দিনের খেলা—'এমন কিছু শব্দ তোমরা বানাতে পারো কিনা দেখো যেগুলো ওল্টালে, মানে উল্টো দিকে থেকে লিখলে আরেকটা শব্দ হয়'।

: শব্দগুলো কি খুব বড় হবে? বয়সে ছোট হলেও উপমা নামের বুড়িটাই আগে জানতে চায়।

: না। বড় নয় মোটেই। ছোটছোট। আরও বলি, মাত্র দু'বর্ণের শব্দ। পাশাপাশি দু'টো বর্ণ বসেই একটি শব্দ। কোন আ-কার নেই, কোন ই-কার নেই; ওকার, উ-কার, ঊ-কার কিচ্ছু নেই।

: তাহলে পারবো। অভিষেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলো।

: বল।

: যেমন ধরো, বর। 'বর' মানে জামাই, ওল্টালে হবে 'রব', রব মানে শব্দ। আরবীতে 'রব' মানে প্রভু। আর 'রব' মানে রইবো, রহিব ইত্যাদি।

: ভেরী গুড। আরও আছে, দেখি খুঁজে বার করতে পারো কিনা।

: 'গজ' অর্থ যেন কী?

: 'গজ' যদি 'গজ (অ)' উচ্চারণ করো, তাহলে হাতী; আর-যদি 'গজ' উচ্চারণ করো, তাহলে তিন ফুট।

: তাহলে গজটাই নাও। তাকে ওল্টালে 'জগ', জগ মানে পানির জগ। হয়েছে?

: হয়েছে মানে, ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে এক ধরনের হয়েছে, 'জগ' শব্দটা এসেছে ইংরেজি (jug) থেকে। তবু, শুদ্ধই ধরলাম। আরও বল।

: তোমার শেষ শব্দটাই নাও—বল। 'বল' মানেতো বলতে বলা। ঠিক কিনা?

ঠিক। তবে বল'-এর আরও অর্থ আছে।

খেলার বল।

আরও অর্থ অছে, যেমন 'শক্তি'।

তা থাকুক, 'বলকে ওল্টালে হয় 'লব'।

'লব' মানে কি ফুটবল খেলার 'লব' করা?

সে রকম ভাবিনি, তবে 'লব' মানে 'লইব' হতে পারে না? 'বন' আর 'নব' হতে পারে না? বন মানে জঙ্গল, 'নব' মানে নতুন, পারে না হতে'?

পারে। আরও বল।

যেমন, মগ। মগ মানে, তাও পানি রাখার পাত্র, ওল্টালে গম। হবে না? যদি বলি রড, মানে লোহার রড আর ডর, ডর মানে ভয়; হবে না?

হবে। আরও বল। তবে। ইংরেজি-বাংলা না মিশিয়ে বলতে পারলে ভালো।

: আরকি পারবো!

: পারবে। চেষ্টা করলেই পারবে। আমি দু'টো, চারটে বলে দি; যেমন, 'রস', রস মানে রস, যেমন খেজুরের রস, তালের রস, রসগোল্লার রস, আর 'সর' মানে সরতে বলা; বা যার জন্য তোমাদের দু'জনে খুব কাড়াকাড়ি, সেই দুধের সরও হতে পারে।' মন, মানে মন, ওল্টালে 'নম'-নমস্কার করা। 'বস' আর' সব'; বশ, আর 'শব 'রগ 'আ 'গর'-এগুলোও হবে। তবে 'নর' আর 'রন' হবো না। রণ মানে যে যুদ্ধ, তাতে 'ণ' লাগবে।

: তাহলে শোনো, আমি বলি, উপমা যোগ দিতে চাইলো—বড়, বড় মানে বড়; বড় আরকি, মস্ত।

: হ্যাঁ হলো, ওল্টালে কি হবে 'ড়ব'। এটার মানে কী?

: 'ড়ব' মানে থাকবো।

: হলো না। সেটির বানান অন্যরকম—রব। মানে রইব, মানে রহিব যা তোমার দাদা আগে বলে ফেলেছে। তবে একটা কথা, শব্দটা ভুল করে তুমি একটা দরকারী জিনিস মনে, করিয়ে দিলে। 'ড়' বা 'ঢ়' দিয়ে বাংলা ভাষার কোন শব্দ শুরু হয় না। ভালো করে খুঁজে দেখো, কোথাও পাবে না। সেরকম (চন্দ্রবিন্দু), ং (অনুস্বার), ঙ, ণ, ; ঞ ইত্যাদি দিয়েও কোনো শব্দ শুরু হয় না।

(বিসর্গ), য়, ৎ (খণ্ড-ত) ইত্যাদি দিয়ে শুরু হয়েছে—এমন কোন শব্দও তোমরা পাবে না। পেলে পাঁচ টাকা।

পেয়ে গেছি। অভিষেক এক রকম লাফিয়ে উঠলো।

কী পেয়ে গেছিস! উপমার চোখমুখ চকচক করে উঠলো।

এখন আমি আরও একটা পেয়ে গেলাম তোর চকচকে চোখ দেখে। চকচক, ওল্টালে 'কচকচ'। হবে না বাবা?

হবে। কচকচে নোট। নোটের কচকচ শব্দ, তোমার মা'র নতুন শাড়ির কচকচ শব্দ। তোমরাতো আরও এগিয়ে গেলে, আমি বলেছিলাম দু'বর্ণের শব্দ, তোমরাতো চার বর্ণের নিয়ে এলে।

আরও শোনাতে পারি। পোড়াবাড়ির 'চমচম' আর নতুন জুতোর 'মচমচ' শব্দ।

চমৎকার! আরও পার?

পারি। তিন বর্ণের হবে?

হবে। লোক আর কোল, কান আর নাক, জমা আর মজা, দিন আর নিদ, লেজ আর জেল।

যেমন ধর, রাত আর তার, নাম আর মান, মাঘ আর ঘাম, নামা আর মানা, নদী আর দীন, শাপ আর পাশ, সাপ আর পাস, শাল আর লাশ, লোভ আর ভোল গাছ আর ছাগ।

জামা আর মাজা। আরও একটা নাও—কানা আর নাকা, লেজা আর জেলা, লাগা আর গালা।

বাহ্! তবে শেষের ক'জোড়া চার শব্দের। দু'টো আছে তাদের নিজের চেহারায়, দু'টো আছে চিহ্নে—আ-কার' এ, এ-কার'এ।

বুঝেছি। তাহলে আরও নাও-রোগা আর গোরা, রচা আর চরা, রসা আর সরা, লেখা আর খেলা, ফোলা আর লোফা, মরা আর রাম, বার আর রাব, ঐযে রাবগুড় বলে সেই রাবগুড়ের 'রাব'। আরও আছে—লাফ আর ফাল, পেট আর টেপ (টেপ মানে টিপতে-বলা), পেটা আর টেপা, লাফা আর ফালা, টাকা আর কাটা, ধারা আর রাধা, টাক (মাথার টাক) আর কাট (কেটে ফেলা), লেপ আর পেল—লেপ মানে শীতের লেপ আর পেল মানে 'পাইল'। আরও চাই তোমার?

না। আর চাই না। আজ এ পর্যন্ত থাক। অন্যদিন অন্য খেলা।

কঠিন, তবু থাকা চাই শুদ্ধতার পক্ষে

ভাষা শেখার কাজে একটু খটমটে ব্যাপারতো আছেই। বারবার স্মরণ রাখতে হবে সে কথা। বারবার মনের জমিনে তা ভাসিয়ে তুলতে হবে এবং খটমটে ভেবে তাকে ছেড়ে দেয়া চলবে না। ছেড়ে দিলে ছোটবড় ভুলগুলো ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে এবং শরীরের নরম সে অংশটাকে মটরমটর মটকে খাবে। সেটি হতে দেয়া যাবে না যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, অস্পষ্টতাকে কেটে ফেলার জন্য মনের তলোয়ারে শান দিতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।

ভাষার গোলকধাঁধা, খটমট আর ভজকট ব্যাপারগুলোতে ঢোকার আগে গোটাকয়েক কথা শুরুতেই বলে নিতে হবে। জানা কথা সবার, তবু তার ওপর থেকে ধূলোবালির আস্তরণটা সরিয়ে নিতে হবে।

যেমন, খটমটে ভাবলেই খটমটে, নয়তো সংসারে কোনো কিছুই নয় খটমটে, নয় বিদঘুটে, নয় পাংশুটে। সব কিছুতেই আনন্দ খুঁজে নিতে হবে। সব কিছুতেই কালোর পরিবর্তে আলো আবিষ্কার ('আবিস্কার' নয়) করতে হবে। ভুলকে শাসন করতে না পারলে ভুলের শাসন মেনে নিতে হবে। তা মেনে নেয়া মানে এক ধরনের শাস্তি পাওয়া। সে শাস্তি কেউ পেতে চায় না।

দ্বিতীয় কথা, 'হীরক রাজা'র কথাটি মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। "জানিবার শেষ নাই। জানার চেষ্টা বৃথা তাই।" বরং, 'জানি না কেন জানি না কেন' অন্তরে অন্তরে জপ করতে হবে এবং জানার পথে যত বেশি হাঁটা হবে, মনে মনে ততো বেশি আফসোস পুষতে হবে—কেন এতো কম জানি, কেন জানি এতো কম? ভাবতে হবে—জানা যদি হয় এক আনা, হয়নি জানা পনেরো আনা।

কথাগুলো ভারী শোনাচ্ছে, শোনাক; শুনতে শুনতে হাসিও হয়তো পাচ্ছে, পাক। তবু, ভারী ভারী কিছু কথা মনে ঠাঁই দিতে হবে। তাতে কাজ হয়। আনা-দু'আনা হলেও হয়।

তৃতীয় কথা, সুযোগ পেলেই টুকে নিতে হবে, লিখে নিতে হবে। শুনে শুনে, পড়ে পড়ে ও দেখে দেখে। বলে বলে ও লিখে লিখে অভ্যাস করতে হবে, মনে মনে গেঁথে নিতে হবে। একা একা রিহার্স (মহড়া দেয়া) করতে হবে। মনে মনে 'মনোলগ' করতে হবে (dialogue-সংলাপ; monologue একক কথন, নিজের সঙ্গে নিজের কথা। কাজটা শ্রমের। এ কাজে ফল আসে, আজ নয় কাল আসেই আসে; সেজন্য কথা এসেছে—Labour never goes unprized.। পরিশ্রম কখনও খালিহাতে ফেরে না।

আর সুযোগ পেলেই যে শিখে নেয়ার কথা, তাও এক ধন্বন্তরী কথা। যার মন তৈরী, মওকা তার বেলায় কখনো বৈরী হয় না। মওকা তাকে সখা করে নেয়। হাতে হাতে প্রমাণ পাওয়া যায়—Chance favours the ready mind.। যার মন গ্রহণে ব্যগ্র, সুযোগ এসে বড় আগ্রহে তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—বন্ধু, তোমার হাতে নাও আমার হাত।

চতুর্থ কথা, জানার পথ কঠিন; কিন্তু কষ্টেসৃষ্টে এগুতে পারলে পথের শেষে আনন্দ। সে আনন্দ রাশিরাশি ভারাভারা। এ পথে ছোটবড়, যুবাবৃদ্ধ এবং লেখকপাঠক কারও বেলাতেই ছাড় নেই। একরত্তিও না। ভুল সবার জন্যই ভুল। এ বিচারে কোন 'কমিশন' নেই, মাপজোকে কোনো ফাঁকিও নেই, দয়ামায়াও নেই। প্রবীণ ভুল বলে বা লিখে পার পাবেন না যে অতীতে তিনি ভালো লিখেছেন; নবীনেরও এ বিবেচনায় রক্ষে নেই যে ভবিষ্যতে তিনি ভালো লিখবেন।

আপাততঃ পঞ্চম ও শেষ কথা, ভাষার শুদ্ধতার প্রশ্নটিতে অনেকে 'শুচিবায়ু'র বাতিক নজর করেন। তাদের যুক্তি, ভাষা যেহেতু ভাব প্রকাশের বাহন (communicate করার উপায়), তা যে কোনো ভাবে করে ফেলতে পারলেই হলো, অতো কাঁটা বাছাবাছি আর কাঁকড় খোঁজাখুঁজির দরকার কী! শুধু সময় নষ্ট! কেউ কেউ এমনও বলেন, কাজ যাদের নেই, তারাই মেতে থাকে এসব বাজে কাজে।

এ যুক্তি মানা যাবে না। এ যুক্তি অলস ও দুর্বলের যুক্তি। এ যুক্তি পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে না। এ যুক্তি শেকড়ও নামাতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা ('আকাঙ্খা' নয়) থাকতেই হবে। ভুলের কাঁটা দলে যাওয়ার চেয়ে তা সরিয়ে পথ কাটা ভালো।

কথা এবার শুরু হতে পারে। ক্রিয়াপদ থেকে 'না' দূরে রাখার কথাটিই সবার আগে আসুক। যেমন, কাজটা তুমি করনা কেন? সমস্যা তুমি জানাওনা কেন?—এই দু'বাক্যে 'না' এর ব্যবহার একরকম;

টাকাটা তুমি পাবে না, নন্দা তোমার সঙ্গে যাবে না—এই দু'বাক্যে আরেক রকম।

'করনা কেন', 'জানাওনা কেন' মানে কাজটা তুমি করো, বিষয়টা তুমি জানাও। এখানে অনুযোগের সুর আছে, হালকা অনুরোধের মেজাজ আছে। কিন্তু, যখন বলা হচ্ছে 'টাকাটা তুমি পাবে না', 'না' কে যখন দূরে সরানো হচ্ছে, তখন 'না' এর মেজাজ পাল্টে যাচ্ছে। সে ভয় দেখাচ্ছে, ওয়ার্নিং দিচ্ছে এবং একটি নয়-ভাব প্রকাশ করছে, 'নিগেটিভ' ছবি তুলে দিচ্ছে।

কথাটা তাহলে কি এমন, 'নয় অর্থ প্রকাশ করলে 'না' দূরে থাকবে, অন্য সময় কাছে ঘেঁষবে? হ্যাঁ, কথাটা এমন এবং সোজাসুজি বললে, এটিই কথা।

'না' যেমন কখনো জোড়া (এই জোড়া আবার 'এক জোড়া' নয়, যুক্তাবস্থা) থাকে, কখনো ছাড়া (এই 'ছাড়া' আবার 'ব্যতীত' বোঝায় না, বোঝায় মুক্তাবস্থা); 'ও' এর বেলাও তেমন হয়। 'ও'-র এক অর্থ, সে। সে অর্থে যাওয়ার দরকার নেই এখন বরং, সন্ধান-অনুসন্ধান চলুক 'ও' কোথায় কোথায় অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অর্থ যেখানে এবং, 'ও' যেখানে সংযোজক অব্যয়, সেখানে সে কারও গায়ের সঙ্গে লাগালাগি ভাবটি পছন্দ করে না। যেমন, অর্ক ও নন্দা বড় হাসাহাসি করে, তমাল ও তসলিম এখন খেলার মাঠে, রাম ও রহিম ভালো বন্ধু ইত্যাদি। কিন্তু 'ও' এর অর্থ যেখানে 'আরো', 'এর পরও', ইংরেজিতে যাকে বলে 'in addition to', সেখানে 'ও' শব্দের সঙ্গ ছাড়ে না। যেমন, আমিও যাবো (অর্থাৎ, অনেকে যাচ্ছে, আমি বাদ পড়তে চাই না), 'নন্দা তখনও গেয়েই যাচ্ছে (অর্থাৎ, নন্দা অনেক আগে থেকেই যে গেয়ে যাচ্ছিল, তখনও থামেনি।) ইত্যাদি। অতএব, 'ও'র সঙ্গনিরোধ কখনো মানতে হয়, কখনো হয় না।

খেলার নাম 'শব্দখেলা'

সংসারের সব কিছুতে নিয়ম মানাতে গেলে অসুবিধে আছে। যেমন, যে খেলে, সে খেলোয়াড়; সে নিয়মে যে লেখে তাকে 'লেখোয়াড়' বললে বেশ অসুবিধে। প্রথম কথা, কেউ মানবে না; দ্বিতীয় কথা, চিনতে অসুবিধে হবে। ফর্মুলাটা মেনে এগুতে গেলে আরও বিপদ হবে তখন, যখন কেউ বলবে—যে জানে, সে 'জানায়োর' অথবা যে আনে সে 'আনোয়ার'। একটি কিলও তখন মাটিতে পড়বে না।

নিয়মের তেমন ব্যত্যয় ভাষায় আরও অছে। লাফটার (laughter)-এর ফর্মুলা মেনে কেউ যদি শ্লাফটার (slaughter)-পড়ে, কেমন পড়ছে দেখে নিতে হবে। এমনও হতে পারে, যিনি এ পাঠ শুনবেন তিনি 'শ্লটার' করার জন্য জায়গা ছেড়ে উঠেও আসতে পারেন; অথবা দাঁতে দাঁত পিষে বলতে পারেন—আয় ব্যাটা তোর চাঁদিটা চেঁচে দিই।

ফর্মুলা মানার বিপদ নিয়ে সুকান্ত একটি অসাধারণ ছড়া লিখেছিলেন। ইচ্ছে হচ্ছে পুরোটাই তুলে দিতে। কিন্তু, কিছুতেই মনে পড়ছে না। কতক্ষণ বুকশেল্‌ফও ঘেঁটে আসা হলো। সেখানেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরে একজন 'গুছোনিবুড়ি' আছেন, তিনি এ জায়গার জিনিস ও জায়গায়, সে জায়গার জিনিস আরেক জায়গায় সরিয়ে রাখতে ভালোবাসেন। আজ স্কুলে যেতে হবে না বলে শীতের ভোরবেলায় কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, এখন ডিস্টার্বও করা যাবে না। অতএব, যতটুকু মনে আছে, তাও ছাড়াছাড়া, ততটুকুই ধরা যাক—

"গুপ্ত গুপ্তা হয় মেয়েদের নামে
দেখেছি অনেক চিঠি পোস্টকার্ড খামে
সে নিয়মে আজ যদি দাস হয় দাসা
শোনাবে পদবীগুলো অতিশয় খাসা

ঘোষ যদি ঘোষা হয় সেন যদি সেনা
বড়ই কঠিন হবে মেয়েদের চেনা"
[মেয়েদের পদবী, সুকান্ত ভট্টাচার্য]

উচ্চারণে ও বানানে ফর্মুলা-কাটা শব্দ সেরকম অজস্র আছে। সি ইউ টি—কাট, বি ইউ টি—বাট, এন ইউ টি—নাট; কিন্তু পি ইউ টি—পাট নয়, পুট। dine—ডাইন, nine—নাইন, fine—ফাইন, mine—মাইন, line—লাইন, কিন্তু sine—সাইন নয়, সাইনে। part—পার্ট; সে জন্য dirt—ডির্ট নয়; ডার্ট; shirt—শির্ট নয়, শার্ট; skirt—স্কির্ট নয়, স্কার্ট।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রিয় মানুষ মৈত্রেয়ীকে (মৈত্রেয়ী দেবী) 'আব্‌বৃত্তি' (আবৃত্তিকে যেমন করে আমরা অনেকেই বলি) করতে বলতেন। ইচ্ছে করেই বলতেন। আবৃত্তি'র জায়গায় উচ্চারণ করতেন 'আব্‌বৃত্তি'। হাসাবার জন্য ('মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' মৈত্রেয়ী দেবী।)

লেখায় শব্দ নিয়ে খেলার জন্য সবার আগে থাকতে হয় পুঁজি। মূলধন। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যাপিটাল (Capital)। পকেটে নানা মানের নোট থাকলে সেগুলো যখন তখন ইচ্ছেমতো ভাঙ্গানো যায়, অপচয় না করেও ইচ্ছেমতো খরচ করা যায়। এই পুঁজির নাম হচ্ছে 'ভোক্যাবুলারি' (Vocabulary), শব্দভাণ্ডার। মানুষের Vocal হওয়ার জন্য এই Vocabulary'র বড় প্রয়োজন। আবার অতি Vocal মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। তাই শব্দভাণ্ডার বড় করতে হয়, কথা বেশি বলার জন্য নয়, বেছে বেছে বলার জন্য, সুন্দর করে বলা ও লেখার জন্য, অনেক সময় কথা লুকোবার জন্যও।

শব্দের যে ভাণ্ডার, তা ইংরেজি আরেকটি শব্দ এগিয়ে দেয়। Lexis (ল্যাক্সিস)। এই Lexis থেকে এগুতে এগুতে আমার আরও শব্দ তৈরি করেছি। যেমন, Lexicon (শব্দ); Lexicography (অভিধানের সংলনবিদ্যা); Lexicographer (অভিধান-সংকলক)।

এই vacabulary, কোন ভাষায় শুধু নয়; হতে পারে বিষয়েরও। যেমন, Vocabulary of Chemistry, Vocabulary of Cricket, Vocabulary of Politics ইত্যাদি। অন্যভাবেও বলা যায়। যেমন, Law-lexis, music-Lexis ইত্যাদি। Vocabulary ব্যক্তিরও হতে পারে। যেমন, Karim's vocabulary; যেমন I wish

I could have a rich vocabulary like that! যেমন, It's a new lexicon in my vocabulary. মানুষের vocabulary'র দু'টো অংশ আছে। প্রতিদিনের শোনায় ও পাঠে সব শব্দ সবসময় আমরা পুরোপুরি বুঝি না। কিছুকিছু শব্দ আছে, অস্পষ্টতার মাঝেও একটা অর্থ আমাদের জানিয়ে দেয়। অর্থের একটা শৃঙ্খলা কিংবা ধারাবাহিকতা নিজেরা তৈরি করে নিতে পারি।

যে শব্দগুলো আমরা অর্থ ও তার উৎসসহ পুরোপুরি বুঝতে পারি, সেগুলো নিয়ে আমাদের active vocabulary; আর সেগুলো আমরা পুরোপুরি না বুঝেও একটা অর্থ অনুমান করে নিতে পারি, সেগুলো নিয়ে আমাদের Passive vocabulary। আমরা active vocabulary বাড়ানোয় আগ্রহী থাকতে চাই।

Vocabulary আবার রন্ধনশিল্পীর রেসিপি (recipe)'র মতও। যার হাতে যত রেসিপি, তিনি যেমন তত ভালোভাবে রান্না করতে পারেন; যার ভাণ্ডারে যত শব্দ, তিনি তত কৌশলকুশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তার ব্যবহার করতে পারেন।

শব্দ নিয়ে খেলা কী করতে পারে? সবার আগে পারে কথাকে রসের হাঁড়িতে ডুবিয়ে তুলতে। কাজটির জন্য লেখকের মেধার যেমন প্রয়োজন হয়, বোঝার জন্য পাঠকেরও তৈরি থাকতে হয়। এই শব্দক্রীড়ার নাম হচ্ছে 'pun'। পা'ন করার কাজটি বাংলা ভাষায় খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। নিজের নামের সাথেও তিনি খেলেছেন। তাঁর অনেক লেখার নীচে আছে 'শিব্রাম চক্‌কোত্তি'। একই বানানের অথবা প্রায় একই উচ্চারণের শব্দ নিয়ে অন্ততঃ দু'রকম মানে তো তিনি বহুবার করে দেখিয়েছেন। যেমন—বেয়ারাটা বড় বেয়াড়া, যেমন—ঘড়িটা এতো বাজে যে বাজে না। এখানে দুই 'বাজে'র দুই অর্থ।

প্রমথ চৌধুরী (যিনি বীরবল ছদ্মনামেও পরিচিত) প্রতিদিনের ব্যবহারিক কথাগুলোকে গদ্যে এনেছেন এবং তাঁর গদ্যকে পাঠক লেবেল দিয়ে রেখেছে 'বীরবলি গদ্য' নামে। যেমন, বই বাজারে কাটে কম, পোকায় কাটে বেশি। দেখা যাবে কোথাও কোথাও একই রকমের শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু অর্থের দিক থেকে তফাৎ ততটুকু—যতটুকু আছে 'দাড়ি কামানো' আর 'টাকা কামানো'র মধ্যে। যেমন আমাদের

গুছোনিবুড়ি এবার কুড়ির বুড়ি ছুঁয়েছে। সে কাঁথামুড়ি দিতে ও ঝালমুড়ি খেতে বড় পছন্দ করে। এসবের নামও কি 'পান'। হ্যাঁ পা'ন, কিন্তু সুপুরী দিয়ে খাওয়ার পানও নয়, গলায় ঢালার পানও নয়, এমনকি শম্ভু পান নামের ভদ্রলোকটির নামের লেজের ডগাও নয় (এই পান হচ্ছে পারিবারিক পদবি)। এগুলো অন্য পা'ন। সময়ের টান না থাকলেও আজ আরও কতক্ষণ ফান করে কান গরম করে দেয়া যেতো, কেউ গোঁসা করলে মানও ভাঙ্গানো যেতো। তবে, 'ওয়ার্ড' থাকলো, এই কথাগুলোকে আগামী কয়েক সংখ্যায় আমরা আরও 'ফরোয়ার্ড' করবো; আজ শুধু কিছু 'ফোরওয়ার্ড' দেয়া গেলো। লক্ষ্য কি জানি কেউ করলো কিনা, এই প্যারাতেই কিন্তু বেশ কিছু পা'ন (pun) হয়ে গেলো। যেমন পান, ফান, কান, টান, মান কিংবা ওয়ার্ড, ফরোয়ার্ড ও ফোরওয়ার্ড ইত্যাদি ব্যবহারের সময় আসলে pun-ই করা হলো।

শব্দের ফায়দা তোলার কায়দা

পা'ন (pun) নিয়ে শিব্রাম কেমন pun করেছেন, তা নিয়ে খান দু'খান কথা আরও বলতে হবে। ঘড়িটা একেবারেই বাজে যে মোটেই বাজে না; যখন তিনি বলেন, তখন বুঝতে হবে প্রথম বাজে'র অর্থ মন্দ, দ্বিতীয় 'বাজে'র অর্থ শব্দ করে।

এই খেলার কোনো সীমা নেই, একটা বড়সড় তেঁতুলগাছে যত পাতা, যদি বলা হয়, শব্দ নিয়ে তারও বেশি 'খেলা' খেলা যায়, ভুল প্রমাণের উপায় নেই। শুধু দু'তিনটে বিষয়ের যোগান থাকতে হবে। মাথার খোপে ক্ষাজের যোগান থাকতে হবে। নাম্বার টু হচ্ছে, শব্দের স্টক বা পুঁজিপাট্টা ভালো থাকতে হবে এবং ভেতরে ভেতরে রসের কুড়কুড়ে ডিম থাকতে হবে। হাসানোর কাজটি কঠিন—একথা যেমন ঠিক, যে হাসতে জানে না অন্যকে হাসানোর কম্মোটি তার হাতে ভালো হয় না—একথাও সমান ঠিক।

আমরা যে বললাম, শব্দ নিয়ে 'খেলা' খেলা নয়— এখানেও কিন্তু একটা খেলা আমরা খেলে ফেললাম। এখানে 'খেলা' একটি ক্রিয়াপদ, আরেকটি 'খেলা' কর্ম। কিন্তু দু'টির উৎপত্তি এক জায়গায়। যেমন— এক দৌড় দৌড়ুলাম, এক ঘুম ঘুমালাম। ইংরেজিতেও আছে এমন বিষয়। যেমন—I slept a good sleep. I dreamt a good dream, I ran a good race ইত্যাদি নামও আছে শব্দের ভাণ্ডার বড় করার ও তাতে বেশিবেশি শব্দ ভরার উদ্দেশ্যে কি তাহলে হাসানো? না। তেমন নয়। তেমন ভাবলে গলদ ভাবা হবে। তাহলে শব্দের (এই শব্দকেও আবার দু'অর্থে খাটানো যায়। যেমন, word ও sound) স্টক বাড়াতে পারলে ফায়দাটা কোথায়?

ফায়দা হচ্ছে, তা ভাষাকে স্বাদু, উপাদেয় ও উপভোগ্য করে দেয়। কিন্তু কায়দা না জানলে আবার ফায়দা ওঠানো যাবে না। মানুষ তখনও হাসবে, তবে কেরদানি বা বুদ্ধিমত্তা দেখে নয়, বোকামি নজর করে। যেমন, এক তরুণ শহরে এসে কিছু নতুন নতুন শব্দ শিখলো এবং সেই অর্জন নিয়ে ভেতরে ভেতরে তার এক ধরনের গর্জন শুরু হয়ে গেলো। কোথাও সুযোগ পেলেতো পেলো, না পেলে এক ধরনের সুযোগ তৈরি করে নিয়ে সদ্য শেখা শব্দগুলো সে প্রয়োগ করতে লাগলো। নতুন দাঁত

কাটা শিশুর মত (কানে কানে বলে রাখি—যদিও কাটা, তবু দাঁত কাটা, রাত কাটা, হাত কাটা, চরকা কাটা, সাজা কাটা ও জরিমানা কাটা এক বিষয় নয়)।

ঐ ছেলের সবচে' ভালো লেগেছিলো 'কতিপয়' শব্দটি। তাই তার ইচ্ছে হলো বাবার কাছে লেখা চিঠি 'কতিপয়' দিয়েই শুরু করবে। শুরু করলোও সেভাবে। তার চিঠির প্রথম বাক্য ছিলো—কতিপয় পিতা, আপনার চিঠি পেয়েছি।

দুর্ঘটনার রিপোর্ট করতে গিয়ে তরুণ এক সাংবাদিক লিখেছিলেন—গতকাল দুপুরে সীতাকুণ্ডের কাছে এক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ ব্যক্তির সলিল সমাধি হয়েছে। এ রকম ব্যবহারের দুটো কারণ থাকতে পারে। হয় সলিল সমাধি শব্দটি তার খুব প্রিয়, নয়, তিনি বিশ্বাস করেন যে সংসারে সকল মৃত্যুতেই 'সলিল সমাধি' হতে পারে। কোনো কোনো শব্দের অর্থ ও বানান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে তা ব্যবহার না করাই ভালো। জ্ঞানী ও গুণীরা সেমতেই মত দেন। এখানে প্রথম 'মত' এর অর্থ রকম বা প্রকার দ্বিতীয় 'মত' এর অর্থ সম্মতি। অর্থের পার্থক্য বোঝাতে হবে উচ্চারণ দিয়ে। প্রথমটির উচ্চারণ মুক্ত, মত (অ); দ্বিতীয়টির বদ্ধমত্।

ইংরেজিতে এরকম বেশ ক'জোড়া শব্দ আছে, যা উচ্চারণের ভেদে অর্থের তফাৎ নিয়ে আসে। যেমন, row-এর' উচ্চারণ যখন 'রো' হচ্ছে তখন অর্থ সারি অথবা নৌকার দাঁড়; যখন উচ্চারণ হবে 'রাউ', তখন অর্থ হয়ে যাচ্ছে হট্টগোল। Why are you making a row (রাউ)? The boy is rowdy. (রাউডি) ইত্যাদি।

bow-এর উচ্চারণ যখন 'বো' তখন অর্থ-হচ্ছে ধনুক; যখন 'বাউ' তখন অর্থ, মাথা নোয়ানো। যেমন, Why are you bowing (বাউয়িং) down before him?

readএর উচ্চারণ যখন 'রীড', তখন অর্থ পড়া; যখন 'রেড' তখন পড়েছিল। যে নিয়মে 'রীড' (read) হচ্ছে 'রেড' (read); ঠিক সে নিয়মে (লীড) হচ্ছে লেড। উচ্চারণ ফর্মুলা মানলেও, বানান মানছে না। lead-এর অতীত-রূপে কোনো 'a' নেই। led। আবার 'Lead' একটা পদার্থেরও নাম।

গুণীজনাদের মুখে শোনা এক কথা—জগতের সকল ক্ষেত্রে কনসেশান আছে, কিন্তু জানাজানির ক্ষেত্রে নেই। সেখানে সব কিছু খাঁটি দরকার। যা ভুল, সবার জন্যই ভুল। কোনো ভুলের জন্য কোনো যুক্তি কারও পক্ষে দাঁড় করানো যাবে না। বৃদ্ধের পক্ষেও না, তরুণের পক্ষেও না শিশুর পক্ষেও না, বিকলাঙ্গের পক্ষেও না, শিক্ষকের পক্ষেও না, শিক্ষার্থীর পক্ষেও না।

দু'বার বলার গলদ সোয়াস্তি

কথা হোক 'গোলাপ জলের পানি' নিয়ে। কী ভুল ঢুকে যায় এই সুগন্ধ পানিতে! চোখের 'আই-ডিফেক্ট' বললে বিষয়টা যেমন দাঁড়াবে, এখানে সেরকমই দাঁড়াচ্ছে (পরে ভুলে যাওয়ার ভয় আছে, তাই একটা খুচরো কথা এখানেই ব্র্যাকেটে বেঁধে ফেলতে হচ্ছে—দাঁড়াতে গেলে চন্দ্রবিন্দুর জোর লাগে; দৌড়ুতে গেলে লাগে না, তখন সেটি বাতাসে 'উড়ে' যায়)। হাঁটুর ব্যথা যেমন হাঁটুতেই হয়, পিঠে বা কোমরে হয় না; চোখের ডিফেক্টও তেমনি চোখেই হয়, গোড়ালিতে, থুতনিতে বা কানের লতিতে হয় না।

চোখের আই-ডিফেক্ট (eye-defect)-এর মতো ভুলগুলো পুরোপুরি বাঙলা ভাষার ভুল নয়, তবে আমাদের ব্যবহারিক ভাষার ভুল অবশ্যই। প্রত্যেক ব্যবহারিক ভাষাতেই ভিন ভাষার শব্দ জায়গা করে নেয়। এই জায়গা করে নেয়ার মধ্যে কিন্তু কোনো জোরাজুরি নেই, 'মান-না-মান হাম তেরা মেহ্‌মান' স্টাইলের কোনো জবরদস্তি নেই। আপনা-আপনিই এটি হয়ে যায়। ভিন ভাষার মোট কত শব্দ; ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, পারসী, তুর্কী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, জাপানী—এরকম আরও কত ভাষার কত শব্দ যে আমাদের প্রতিদিনের শব্দভাণ্ডারে ঢুকে গেছে, জানতে চেয়ে কাউকে পরীক্ষায় ফেলা বড় অবিবেচনার কাজ তারচে' বরং কথাগুলো বলে ফেলা যাক।

ইংরেজি—বাংলার মিশেলে কিছু ভুল আমরা এত 'উদারভাবে' করি যে তা কারও কানেই যেন লাগে না তেমন! যেমন, যে স্টেপস (steps) গুলো আমরা নিচ্ছি, তা উইদিন (within) পনের দিনের মধ্যেই নিতে হবে। stepগুলো বললে বহুবচনের ব্যবহার দু'বার হতো না; আর, পনের দিনের মধ্যে যখন বলা হচ্ছে within এর অপচয় না হলেও চলতো। ব্যাপার 'গোলাপ জলের পানি'র মতোই। আরও আছে দুঃখে যমুনায় ডুব দেয়ার মতো নমুনা। 'আপনার গাড়িটা পেছনের দিকে ব্যাক (back) করুন' (সামনের দিকে back করা যায় না।) 'বিষয়টা আবার রিপিট (repeat) করুন', 'রাস্তায় রোড—ডিভাইডার (road-divider) খুব বেশি তোলা হচ্ছে', 'উইথ ফ্যামিলিসহ তুমি আমাদের

বাসায় বেড়াতে এসো', 'এ অফিসে কোনো ভ্যাকেন্সি খালি নেই' ইত্যাদি। যেমন, তোমার আগের স্কুলের T.C. Certificate কই (T.C. মানেই কিন্তু Transfer Certificate) বাংলায়ও আছে এমন বলা। যেমন—দ্রব্য মূল্যের দাম বেড়ে গেছে, যেমন— তিনি ছিলেন এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ইত্যাদি।

গোলাপকে যখন 'গুলাব' বলা হয় তখনই কিন্তু ফুলটির মধ্যে একেবার পানি ঢুকে যায় (গুল-ফুল, আব-পানি)। অতোটা কঠিন বিচারের দরকার নেই। আমরা গোলাপ-এ থেকেই বুঝতে পাচ্ছি গোলাপের জল বা গোলাপজল বললে পানি নিয়ে টানাটানি করতে হয় না। চিন্তা, আমরা কখনও কখনও করি। আমরা বলে ফেলি— গোলাপ জলের পানি।

একবার বললেই যেখানে প্রয়োজন সারা হয় সেখানে দু'বার না বললে, সিঙ্গল ঘুষির জায়গায় ডাবল ঘুষির শক্তি প্রয়োগ না করলে আমরা যেন তৃপ্তি পাই না। মনে হয় কোথায় যেন এক খাবলা কমতি আছে। ইন্টার-সিটি ট্রেনে চেপে বসার পর এক ধরনের ঘোষণা শোনা যায়—গাড়ি চলাকালীন সময়ে দরজা বন্ধ রাখুন। একথা সেকথার ফাঁকে ফোকরে আমরা বলেই থাকি 'শুধুমাত্র সদস্যদের জন্য', 'কেবলমাত্র প্রাপকের জন্য' এবং 'সদস্যবৃন্দরা'।

'সদস্য' যখন 'বৃন্দ' কে পিঠে নেয়, সিঙ্গুলার 'প্লুরাল' হয়ে যায়। তার ওপর 'রা' চাপালে বড় নির্মম কাজ হয়। ভুলের জোরে বোঝার ওপর শাকের আঁটি আমরা দেবোইবা কেনো? তাতে ফায়দাটাইবা কী।

এরকম না ভেবেই আমরা ব্যবহার করি আরও কিছু শব্দ, যা পোক্ত করতে গিয়ে আমরা গলদ করি। যেমন, লোকটি বড় সন্দিগ্ধপরায়ণ। সন্দিগ্ধ মানেই যে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, ব্যবহারকারীর মনে থাকেনি। শুধু সন্দেহপ্রবণ, সন্দেহপরায়ণ বা সন্দিগ্ধ ব্যবহার করলেই চলতো। আরও আছে এরকম। কয়েকটি নমুনার সঙ্গে উদাহরণ জোড়া আছে।

১. কৃতসংকল্পবদ্ধ, দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ : দরকার ছিল না। শব্দ দুটোর লেজের ডগায় 'বদ্ধ' ব্যবহারের কোনো দরকার ছিলো না। অথবা, বদ্ধ রাখলেও কোনো অসুবিধে ছিল না, যদি 'কৃত' বা 'দৃঢ়' ছেঁটে ফেলা যেতো। পাঠক কৃতসংকল্প (যিনি সংকল্প করেছেন), দৃঢ়সংকল্প (যার সংকল্প দৃঢ়), সংকল্পদৃঢ় (সংকল্পে যিনি দৃঢ়) কিংবা সংকল্পবদ্ধ বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (সংকল্প বা প্রতিজ্ঞায় যিনি মন বেঁধেছেন অথবা মনের প্রকোষ্ঠে সংকল্প বা প্রতিজ্ঞাকে যিনি ঠাঁই দিয়েছেন) ব্যবহার করলেই চলতো।

২. রোগ নিরাময় কামনা : অভিধানে একটি শব্দ আছে—'আময়'। অর্থ,—'ব্যাধি'। শব্দটির খুব বেশি ব্যবহার আমরা দেখিনা। কেউ

তেমন বলেন না, আমার বাবার আময় হয়েছে। মনেমনে উচ্চারণ করলেও মুখ ফুটে তেমন কেউ বলে না— ভাষা নিয়ে যারা 'কচকচায়' এবং কচি ও কাঁচাদের গোলকধাঁধায় ফেলে, তাদের কঠিন কোনো আময় হলেই ভালো হতো।

তবে, রোগের সঙ্গে 'নিরাময়' ব্যবহারে আমরা যারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, তারা মনে রাখি না যে 'নিরাময়' এর ভেতর একটি 'আময়' লুকোনো আছে। ভালো হতো, ভালো শুধু নয়, শুদ্ধও হতো যদি বলা হতো—আমরা তাঁর নিরাময় কামনা করি, অথবা তাঁর রোগমুক্তি কামনা করি।

৩. সারা দেশব্যাপী : এখানেও রোগ একই ধরনের। ডাবল বলার 'স্বস্তিসোয়াস্তি। যেমন বলা হচ্ছে, তেমনটি না বললে কেমন যেন আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। 'সারা অথবা 'ব্যাপী' দুটোর একটি বাদ দিলে শব্দটির শুদ্ধজমিনে ভুলের কোনো ফুটো ঢুকতো না। 'এ কার্যক্রম দেশব্যাপী চালু থাকবে' অথবা ' কার্যক্রমটি সারা দেশে চালু থাকবে।'—এরকম বাক্যই শুদ্ধ।

৪. আমার কোনো উপায়ান্তর ছিলো না : বোঝাই যাচ্ছে, ভুল বলা ছাড়া অন্য কোনো উপায় বা 'উপায়ান্তর' ছিলো না। উপায়ান্তর মানে অন্য উপায় (উপায়+অন্তর)। এটি মনে থাকলে আমরা নিশ্চয় ডাবল কথা বলতাম না। বাক্যটি দু'ভাবে শুদ্ধ করা যেতো। এক. আমার অন্য কোন উপায় ছিল না; দুই. আমার উপায়ান্তর ছিল না।

৫. এক বাবার এক ছেলে : 'বাবার একমাত্র সন্তান' অথবা আঞ্চলিক ভাষায় 'বাপের এক ছেলে'—এরকম বললেই ভালো। নির্ভুলও। কিন্তু আমরা বলি—'সে এক বাপের এক ছেলে', তাতে একটা হাস্যকর ভুল করে ফেলি। তেমন না বললে যেনো জুৎ পাওয়া যায় না, জোরটা যেনো ঠিকমত পড়ে না, আবেগটা যেন খাঁজমত বসে না। অথচ, আমরা ভাবিইনা যে দুই বাপের এক ছেলে কখনো হতেই পারে না।

ডাবল বলার এমন ভুল, আমরা আমাদের ব্যবহারিক ভাষায়, প্রতিদিন দু'চারটি ইংরেজী বাক্য, বাক্যের অংশ বা দু'একটি শব্দে বড় সহজে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। যেমন, আমাদের students -রা ততো অভ্দ্র নয়, প্রার্থী নির্বাচনের criteriaগুলো আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। মনে আমাদের থাকেই না যে criteria'র সিঙ্গুলার রূপটি criterion।

‘কী’ নিয়ে এত কী কথা

তমাল ও তসলিম বন্ধু। ছোটখাট বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি করলেও তাদের মধ্যে গলায় গলায় শুধু নয়, একেবারে গলা ছাড়ানো ভাব। একদিন তমাল তার লাল লাল ফুলিয়ে বলছে—কী এমন কথা তসলিম, যা তুই আমাকেও বলতে পারিস না! তসলিম বলছে—আছে গাধা আছে, এমন কিছু কথা আছে, যা তোকেও বলা যায় না। তমাল মন খারাপ করলো।

তসলিমের মা ভাবলেন—ছেলের বন্ধুর মনের মেঘমেঘ ভাবটি তিনি তাড়িয়ে দেবেন। তিনি বললেন—তুমি কি মিষ্টি খাও তমাল?

—হ্যাঁ, খাই। খুব খাই।

—কী মিষ্টি ভালো লাগে তোমার?

কী বলতে চাওয়া হচ্ছে, কিছুটা বোধহয় বোঝা গেলো। প্রথম কথা হচ্ছে—‘কী’ ও ‘কি’ দুটো দিয়েই প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু জবাব দু’প্রশ্নের বেলায় দু’রকম হয়। ‘তুমি কি মিষ্টি খাও?’ বলা মানে কারও কাছে জানতে চাওয়া, সে মিষ্টি খায় কি না। হ্যাঁ বা না দিয়ে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া যাবে। ‘তুমি কি যাচ্ছো আমার সঙ্গে?’—এ প্রশ্নের জবাবও হ্যাঁ বা না দিয়ে হতে পারে। কিন্তু, ‘তুমি কী মিষ্টি খাও?’ হ্যাঁ বা না দিয়ে এ প্রশ্নের জবাব পুরো করা যাবে না। কারণ, এখানে মিষ্টির নাম জানতে চাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, তুমি কি চমচম খাও? নাকি লাড্ডু? নাকি স্পঞ্জ—রসগোল্লা? নাকি সন্দেশ? নাকি অন্য কিছু?

তাহলে ব্যাপারটা সহজ। যেখানে হ্যাঁ বা না দিয়ে জবাব দেয়া যাবে, যেখানে সম্মতি বা অসম্মতি জানতে চাওয়া হবে সেখানে ‘কি’ ব্যবহার করা চলবে। আর, যেখানে জবাবে কিছু কথা বলতে হবে, কোনো কিছুর নাম জানাতে হবে বা কোনো তথ্য দিতে হবে, সেখানে ‘কি’ দিয়ে কাজ হবে না, ‘কী’ লাগবে।

সমস্যা হচ্ছে, এক শ্রেণীর স্টাইলিস্ট ব্যবহারকারীকে নিয়ে। ‘কি’ আর ‘কী’-এর তফাৎ না বুঝেই তারা বিনা বিচারে সর্বত্র ‘কী’ ব্যবহার করে চলেছে। ধারণা তাদের হয়তো এই, এখন আর ‘কি’ ব্যবহার করা

হয় না, 'কি'-এর চল উঠে গেছে, সব জায়গায় কী ব্যবহার করাই এখন নতুন নিয়ম।

এই অসুবিধা আছে আরও এক জোড়া শব্দ নিয়ে। 'উদ্দেশে' ও 'উদ্দেশ্যে'। শব্দ দুটোই শুদ্ধ, কিন্তু ব্যবহারের তফাৎ না বোঝার জন্য বাক্যে ভুল ঢুকে যায়। কারও কারও ধারণা, 'উদ্দেশ্যে' আগে ব্যবহার করা হতো; এখন আর হয় না; এখন ব্যবহার করতে হয় 'উদ্দেশে'। সামান্য অনুসন্ধান হোক এ ব্যাপারে। যেখানে কাউকে কিছু বলা হয়, সেখানে উদ্দেশ করা হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে 'address' করা। 'অ্যাডড্রেস'এর সাথে 'উদ্দেশ'-এর ধ্বনিগত মিলটা মনে রাখলেও ভুলটা এড়ানো যায়। কিন্তু যখন কোনো পরিকল্পনা, লক্ষ্য ও গন্তব্য (target, motive, destination ইত্যাদি) বোঝানো হবে, তখন 'উদ্দেশে' ব্যবহারে কাজ চলবে না, একটি য-ফলা (্য) লাগবেই লাগবে। যেমন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আগামীকাল জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন (জাতির উদ্দেশ্যে নয়), বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্রদের উদ্দেশে তাঁর বাণীতে মূল্যবান কিছু কথা বলেছেন (ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নয়, ছাত্রদের উদ্দেশ করে), পত্রিকার সম্পাদক পাঠকের উদ্দেশে চিঠি পাঠালেন (পাঠকের উদ্দেশ্যে নয়), তন্ময় বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো (উদ্দেশে নয়, এখানে destination বোঝানো হচ্ছে, গন্তব্য) বেয়াড়া ভাগ্নেকে প্রহারের উদ্দেশ্যে তিনি রোদে শুকোনো ও তেলমাখানো সিলেটি বেত হাতে নিলেন (প্রহারের উদ্দেশে নয়; ভালো হোক বা মন্দ, এখানে একটি পরিকল্পনা বোঝানো হচ্ছে), রণজিৎ নামের এক বেপথু কিশোর চুরির উদ্দেশ্যে ঘরে ঢুকলো (চুরির উদ্দেশে নয়। এখানে মতলব বোঝানো হচ্ছে)।

তাহলে 'উদ্দেশে-উদ্দেশ্যে'র ব্যাপারটা পরিস্কার। কিন্তু, ভজকট বাধাচ্ছে কিছু মানুষ। বিচার-আচার ছাড়া তারা বলছে ও লিখছে— 'প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন' বরিশালের স্টিমার ধরার উদ্দেশে অভিষেক বাসে চাপলো ইত্যাদি।

ব্যবহার-বিভ্রমের আরও দু'জোড়া শব্দ নিয়ে কথা হওয়া দরকার। বাধা ও বাঁধা, গাথা ও গাঁথা।

'বাধা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ obstacle বা impediment, আর 'বাঁধা'র tie। তাই যখন বলা হবে, যেমন কেউ কেউ বলেন, আমি একাজে বাঁধা দেবো না, তখন ভুল বলা হবে। বলতে হবে, বাধা দেবো না। যখন বলা হবে হাতপা-বাধা অবস্থায় পাঞ্জাবীরা তাকে গুলী করে

মেরেছে, তখন ভুল বলা হবে। বলতে হবে 'হাতপা-বাঁধা অবস্থায়'। একই নিয়মে চোরটিকে বেঁধে রাখ ('বেধে রাখ' নয়), বোচকাটি বেঁধে নাও ('বেধে নাও' নয়)।

গুলী করে মারার কথা যখন এলোই, বলে ফেলা যাক—'গুলী আর 'গুলি'তে তফাৎ আছে, যদিও দু'টোকে গুলিয়ে ফেলার লোকের অভাব নেই। গুলী হচ্ছে বুলেট (bullet) আর 'গুলি' বহুত্বজ্ঞাপক শব্দাংশ। যেমন, বইগুলি, দিনগুলি (দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি—রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য রেখে গেছেন স্মৃতিতে কাতর হয়ে গাইবার জন্য) ইত্যাদি।

বাকী রইল গাথা আর গাঁথা। গাথা—বীরত্বকাহিনী, আর গাঁথা—একটির সাথে আরেকটি জোড়ার কাজ, যেমন মালা গাঁথা। তাই যখন বলা হবে নন্দার মালা গাথা এখনও শেষ হয়নি, ভুল বলা হবে। বলতে হবে মালা গাঁথা শেষ হয়নি। যখন বলা হবে স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন আমাদের দু'টি বীরত্বগাঁথা, তখনও ভুল বলা হবে; বলতে হবে 'বীরত্বগাথা'।

আগের একটি প্যারায় ব্র্যাকেটে যে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কথা বলা হলো, তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে 'রবি' আর 'রবী'তে শুদ্ধাশুদ্ধের ফারাক আছে। 'রবি ঠাকুর' এ ব-এর ওপর ঈ-কার চাপানো যাবে না। 'রবীন্দ্রনাথ'-এ আবার ই-কার ব্যবহার করলে বড় ভুল কাজ হবে (রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র)। 'রবীন্দ্রনাথ'কে আবার যুক্তাবস্থায় লিখতে হবে, 'রবীন্দ্র নাথ' লিখলে চলবে না। কিন্তু, কে করে এতসব খেয়াল! কোনমতে বুঝিয়ে দিতে পারলেই হলো। ভাষায় অর্থতো বুঝিয়ে দেয়াই! বোঝাবার বাহনইতো ভাষা!

আপত্তিটা এখানেই। বুঝিয়ে দিতে হবে—এবং শুদ্ধভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝমে হবে— শুদ্ধ বাক্যে শুদ্ধ শব্দ বানানে শুদ্ধ উচ্চারণে ও শুদ্ধ ভাব-এ এবং শুদ্ধভাবে বুঝিয়ে দিতে বাড়তি কোন শ্রম, সময় ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। শুধু দরকার আগ্রহ, শুধু দরকার আকাঙ্ক্ষা।

'কী' নিয়ে আরও কিছু

জানতাম না সেদিনও কোথায় হবে 'কী'। আর, কোথায় হবে 'কি'। না জানার কারণ আছে। কেউ জানায়নি তেমন করে, আবার কেউ বলে ভুল জানিয়েছে। জানিয়েছে আবার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। ক্ষতিটা তারাই বেশি করেছে। কাউকে কাউকে দেখেছি, বিচার-আচার না করেই সব প্রশ্নের বেলাতে বসিয়ে যাচ্ছে কি, অথবা কী। একদল জানতে চাচ্ছে কি খাবে তুমি (?), কি দোষ তোমার (?), তোমার কি পছন্দ (?), আরেক দলের জানার আগ্রহ রাতে কী তুমি খাও (?), তুমি কী ভাবে আমার সঙ্গে (?), তোমার ছোট ভাই কী সাংবাদিক (?)।

গলদ যে এতে কোথায় ঢুকছে, দু'দলের কারও মাথায় ঢুকছে না। একটু তত্ত্বতালাশ করা যাক। কি ও কী দু'টোই হচ্ছে প্রশ্নজ্ঞাপক 'অব্যয়"। অব্যয় হচ্ছে—যার ব্যয় নাই এবং যার ক্ষয় নাই। ওর কাছ থেকে কিছু কাড়া যায় না, ওর সঙ্গে কিছু জোড়া যায় না। এ জন্য অব্যয়কে তার দৈহিক দিক থেকে অক্ষয় মানতে হয়।

যখন কেউ বলে কি খাবে তুমি (?), তখন প্রশ্নের ধরন জানিয়ে দিচ্ছে— যে খাবে সে কোন জিনিসটি খেতে চায়, তাই জানতে চাওয়া হচ্ছে; মোটেই সে খাবে কিনা, তা জানতে চাওয়া হচ্ছে না। গলদটা এখানেই। নিজেকে দিয়েনই বলা যাক, আমি খাবো কি-না কেউ জানতে চাইলে আমি হ্যাঁও বলতে পারি, নাও বলতে পারি। আমি খাবো অথবা খাবো না। কিন্তু, যখন কেউ নিতে চায়, আমি কোন জিনিসটি খাবো, তখন আমাকে হ্যাঁ বা না বললে চলবে না। মানুষ তখন মুখে হাত দেবে। হাসি লুকোবার জন্য। তারা বুঝবে আমি প্রশ্নটিই বুঝতে পারি নি। আমাকে তখন কোনো একটি খাদ্যের নাম বলতে হবে। যেমন রসগোল্লা, অথবা মাছের মুড়ো, অথবা আলুর চপ। আমি যদি তখন 'ইয়েস' অথবা 'নো' জাতীয় কিছু বলি, তখন আমাকে শুনতে হতে পারে— আগে আমার মাথা খা বাবা, তারপরও জবাবটা ঠিকমত দে।

এটুকু যদি আমরা বুঝতে পারি, বুঝতে হবে যে রহস্যের কিনারা আমরা করে ফেলেছি। 'কি' ব্যবহার করতে হবে সেখানে, যেখানে জবাবটা হ্যাঁ বা না দিয়ে করা যাবে; যিনি জিজ্ঞেস করবেন, জবাবে

তিনি তুষ্ট হবেন এবং রুষ্ট হয়ে তাকে দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন করতে হবে না।

আর, প্রশ্নে কী আনতে হবে সেখানে, যেখানে হ্যাঁ বা না'র দরকার একেবারেই নেই; পরিবর্তে কিছু তথ্য দরকার, কিছু বর্ণনা দরকার। তেমন কিছু প্রশ্ন দিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল—যার একটির সমাধান হয়েছে, অন্যগুলোর এখনও হয় নি। এখন সেগুলো নিয়ে পড়তে হবে।

কি দোষ তোমার অথবা দোষ কি তোমার 'এর শুদ্ধ রূপটি হবে কী দোষ তোমার? অথবা দোষ কী তোমার? কারণ, আমরা কারও কাছে জানতে চাচ্ছি সে কোন দোষটি করেছে; দোষ তার আদৌ আছে কিনা, তা আমরা জানতে চাচ্ছি না। যদি চাইতাম, তাহলে আমার প্রশ্ন হতো—তুমি কি দোষ করেছ? সেও তখন হ্যাঁ বা না দিয়ে জবাব দিতে পারতো; অর্থাৎ দোষ সে করেছে, অথবা করে নি, জবাব পেয়ে আমি সন্তুষ্ট হতে পারতাম। বিশ্বাস করি না করি, সে পরের কথা।

কী দোষ করেছ— এই প্রশ্ন যদি কেউ আমাকে করে, আমাকে বলতে হবে— আমি এই দোষ করেছি অথবা সেই দোষ; অথবা আমি কোন দোষই করি নি, একেবারেই সফেদ আমি। এই প্রশ্নের জবাবে আমাকে কিছু কথা বলতে হবে, আমাকে একটা বক্তব্য (statement) দিতে হবে।

আমার কোনো বন্ধু যদি মনে বড় কষ্ট নিয়ে বলে—কী এমন কথা, যা তুই আমাকেও বলতে পারিস না (!), তখন আমি যদি বলি 'হ্যাঁ' অথবা 'না', তার রাগটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, ভেবে নিলেই হবে। তাহলে মোটামুটি ও গোটাগুটি কথা হচ্ছে— 'তুমি কি মিষ্টি খাও?' (জবাব—খাই অথবা খাই না, হ্যাঁ অথবা না।) ও 'তুমি কী মিষ্টি খাও?' (জবাব— রসগোল্লা, চমচম অথবা পান্তুয়া।) এক কথা নয়। এক কথা নয় 'রাতে তুমি কী খাও' (ভাত খাও, না রুটি খাও) ও 'রাতে কি তুমি খাও?' (রাতে আদৌ তুমি কিছু খাও কি-না-। এই বিবেচনাতেই 'তুমি কী ভাবে আমার সঙ্গে?" ও 'তোমার ভাই কী সাংবাদিক?' রীতিমত ভুল প্রশ্ন। এ দু'টো প্রশ্নের জবাব দেয়া মুশকিল। যদি প্রশ্ন হতো—তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে (?), বলা যেতো—যাবো, অথবা যাবো না কিংবা হ্যাঁ অথবা না; যদি জানতে চাওয়া হতো 'তোমার ভাই কি সাংবাদিক (?)', জানানো যেতো—আমার ভাই সাংবাদিক অথবা সাংবাদিক নয় (হ্যাঁ অথবা না)। কিন্তু প্রশ্নকর্তাতো 'কী' ব্যবহারের কারদানি দেখাতে গিয়ে সে সুযোগ আমার জন্য রাখেননি। আমি এখন কোথায় যাবো। 'কি' যে শুধু প্রশ্ন, আর 'কী' প্রশ্নের বিশেষণ (বিশেষ ধরনের প্রশ্ন)— তা' যদি কেউ বুঝতে না চায়, আমি কী করে বোঝাবো!

ভাষাও বিজ্ঞান মানে

বিজ্ঞানকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধিবিবেচনায় একটি গলদ আছে। বাছাবাছা কিছু বিষয়ের সঙ্গে আমরা বিজ্ঞানের লেবেল সেঁটে দিয়েছি বলে কখনও কখনও ভাবতেই চাই না যে, সংসারের সব বিষয়ের সঙ্গে বিজ্ঞান জড়িয়ে আছে। এটি আছে ক্রীড়ার সঙ্গে, চিকিৎসার সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, বলার সঙ্গে, লেখার সঙ্গে ও ভাবার সঙ্গে।

যে ভাষাটি আমরা হেলায় শিখি, সে ভাষার সঙ্গেও যে বিজ্ঞানের যোগসংযোগ, সেটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি না বলে আমরা নিজেরাও ভুগি, ভাষাকেও বেশ ভোগাই। যেমন, যার কিছুই নেই তাকে যে আমরা সর্বস্বান্ত বলি, এর সঙ্গে যে বিজ্ঞান জড়িয়ে আছে সেটি খোঁজার চেষ্টাতেই শুরু হতে পারে আমাদের পথ চলা।

আছে কি কোনো বিজ্ঞান এর সঙ্গে জোড়া? আছে। একেবারে জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে। প্যাঁচটা খুব শক্তও নয়। তবু, তা-ই আমরা খুলতে চাই না বলে কেউ কেউ—'সর্বস্বান্ত'র জায়গায় বলি 'সর্বশান্ত'। লিখেও ফেলি। কোথাও অন্যরকম দেখলে, শুদ্ধাশুদ্ধ জানা না থাকার পরও অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার প্রতিবাদও করি।

যখন কেউ বলে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে লোকটি 'সর্বশান্ত' হয়ে গেছে, তখন যিনি বলছেন, তিনি যেন বোঝাতে চাচ্ছেন— সবকিছু হারিয়ে লোকটা একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। এত শান্ত যে, তার যেন প্রতিবাদ কিংবা নড়াচড়া করার কোনো ভাষাই নেই।

সব হারাবার পর তেমন এক নির্জীব অবস্থা মানুষের হয় বটে, কিন্তু সে অবস্থা বিজ্ঞানবিবেচনায় 'সর্বশান্ত' নয়, 'সর্বস্বান্ত'।

প্রশ্ন আসবে, কেন 'সর্বস্বান্ত'?

জবাবটা খোঁজা ও বোঝার জন্য শব্দটাকে ভাঙতে হবে, এবং ভেঙে তিন ভাগ করতে হবে।

সর্ব + স্ব + অন্ত।

এই তিনে মিলে সর্বস্বান্ত। এবার করতে হবে অর্থসন্ধান। সর্ব মানে সকল, সককিছু; স্ব মানে আপন, আপনার বা নিজের। এই দুটো যোগ করার পর শব্দ পেলাম 'সর্বস্ব'। সর্বস্ব অর্থ, নিজের সবকিছু; নিজের বলতে যা বোঝায়, তার সবই।

বাকী রইল 'অন্ত'। অন্ত মানে শেষ।

সর্বস্ব'র সঙ্গে 'অন্ত' যোগ করলে সন্ধি'র ফর্মুলায় শব্দটি হয়ে যাচ্ছে সর্বস্বান্ত ("অ-কার'-এর পর ও আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়")। সর্বস্ব'র পরের 'অ' ও 'অন্ত'র প্রারম্ভিক 'অ' যুক্ত হয়ে 'স্ব' থেকে 'স্বা' হয়ে যাচ্ছে। 'অ'-এর পিঠে 'অ' দাঁড়িয়ে পড়ায় যে আ-কারটি তৈরি হচ্ছে, তা পূর্ববর্ণের সঙ্গে বসে যাওয়ায় শব্দ তৈরি হচ্ছে 'সর্বস্বান্ত'। অর্থাঃ নিজের বলতে যা কিছু, তার সব হারিয়ে (সবকিছুর 'অন্ত' হওয়ায়) হতভাগ্য মানুষটি হয়ে গেছে 'সর্বস্বান্ত'।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে 'সর্বস্বান্ত'র সঙ্গে গলদ শব্দ 'সর্বশান্তর'র কোনো 'আত্মীয়তা' নেই। যদি কেউ তা আবিষ্কার করতেও চান, তা' হবে গলদ কাজ। এই যে গলদ এর নাম ধারণাগত ভুল। কনসেপচ্যুয়াল মিসটেক (Conceptual Mistake)। এখন থেকে প্রতিদিন আমরা একটি করে 'গলদশব্দ' নিয়ে নাড়াচাড়া করবো এবং তার শুদ্ধতার ওপর আলো ফেলার চেষ্টা করবো। বেশি করবো না ক্লান্তি এড়াবার ও ভার তাড়াবার জন্য।

গোলকধাঁধা'র আরও কিছু

সেতুবন্ধ, গলাবন্ধ, কোমরবন্ধ ইত্যাদির বেলায় যেমন হয়, যেমন কারও কারও ইচ্ছে করে বাড়তি একটি 'ন' শব্দের শেষে বসিয়ে দিতে; তেমন কয়েকটা শব্দ আছে যাদের পেছনে একটা 'ক' বসিয়ে কেউ কেউ স্বস্তি পায়।

যেমন, 'ভর্তিচ্ছুক' সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে; যেমন, পরীক্ষায় 'অংশগ্রহণেচ্ছুক' সকলের জন্য এই নিয়ম প্রয়োজ্য হবে। যেমন, এমন উপচিকীর্ষুক লোক আমি দেখিনি।

বাক্যগুলো ভাবের বেলায় ঠিক আছে। ব্যাকরণের বেলায়ও ঠিক থাকতো, যদি লেজের ডগায় 'ক' ব্যবহারের লোভটা বাদ দেয়া যেতো, যদি 'ভর্তিচ্ছুক' এর জায়গায় **'ভর্তিচ্ছু'**, 'গ্রহণেচ্ছুক' এর জায়গায় **'গ্রহণেচ্ছু'** ও 'উপচিকীর্ষুক' এর জায়গায় **'উপচিকীর্ষু** হতো।

দৈন্য ও দীনতা

'যাহা দৈন্য তাহাই দীনতা' কিন্তু, কারও কারও আগ্রহ আছে 'দীনতা'য় যেমন 'তা' আছে, তেমন একটি 'তা' 'দৈন্য'র সঙ্গেও জুড়ে দিয়ে শব্দটিকে 'দৈন্যতা' বানানোর। বানালে বানানো যায়; কিন্তু, তাতে ভাষার ক্ষতি হয়, নিজের দীনতা প্রকাশ পায়। তাই ব্যবহার করতে হবে হয় দৈন্য, নয় দীনতা; দৈন্যতা কখনো নয়। 'শান্তি' শব্দটি 'শ' দিয়ে শুরু, 'শান্ত' বানানটিও শুরু হচ্ছে 'শ' দিয়ে। সেজন্যই হতে পারে, কারও কারও কলমে 'সান্ত্বনা' হয়ে যাচ্ছে 'শান্তনা'।

অর্থ বোঝার চেষ্টা করলে মনে কোনো ভজকট উপস্থিত হয় না 'সর্বস্বান্ত' শব্দটির বেলায়। কিন্তু, আমাদের হয়। যার সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ (নিজের যা কিছু। সর্ব, সবকিছু; স্ব-নিজ) যার শেষ (অন্ত) হয়ে গেছে, তিনি সর্বস্বান্ত (সর্বস্ব+অন্ত)। কিন্তু, আমরা বোধ হয় ভাবি 'সর্বস্ব' অন্ত হওয়ার পর কেউ যেন সর্বপ্রকারে 'শান্ত' হয়ে গেছে।

নইলে 'সর্বস্বান্ত'র জায়গায় অতো ঘনঘন আমরা 'সর্বশান্ত' নজর করবো কেন!

অজস্রবার পাওয়া যাবে 'সকল ছাত্রদের' 'সকল শ্রমিকদের'— বহুবচনের এরকম ব্যবহার। খেয়াল রাখা হচ্ছে না যে 'বহু বচনের ব্যবহার এখানে দু'বার হয়ে যাচ্ছে, 'গোলাপজলের পানি'র। ছাত্রদের বললেই সকল ছাত্র, শ্রমিকদের বললেই সকল শ্রমিক বোঝায়। আর 'সকল শব্দটির ব্যবহার যদি একান্তই জরুরী হয়, তখন বলতে হবে 'সকল ছাত্র', 'সকল শ্রমিক'। ইংরেজির সঙ্গে বাংলার এই আমলটা মাথায় রাখতে হবে। ইংরেজিতে 'five students' শুদ্ধ, কিন্তু বাংলায় 'পাঁচজন ছাত্ররা' শুদ্ধ নয়; ইংরেজিতে 'all politicians' শুদ্ধ, বাংলায় 'সকল রাজনীতিকরা' শুদ্ধ নয়।

বিভিন্ন দাপ্তরিক চিঠিপত্রে একটি ভুল খুব বেশি দেখা যায়। চিঠিপত্রের বিষয় বর্ণনার সময় 'প্রসঙ্গে' শব্দটির ব্যবহার। যেমন, 'বিষয় : অমুকের ভ্রমণ ভাতা মঞ্জুরী প্রসঙ্গে' 'বিষয় : তমুকের বেতন কর্তন প্রসঙ্গে'। বিষয়ের ক্ষেত্রে 'প্রসঙ্গে' শব্দটির ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়ই শুধু নয়, এটি ভাষাকে ত্রুটিকণ্টকিতও করছে। বিষয় হিসেবে থাকবে শুধু একটি প্রসঙ্গের নাম, অন্য কথায় বিষয়টাই হচ্ছে প্রসঙ্গ। চিঠিপত্রের বিষয় উল্লেখ করার ধরন ত্রুটিমুক্ত করার জন্য 'প্রসঙ্গে' শব্দটির যে ছেঁটে দেয়া দরকার কেউই ভাবছেন না (হওয়া উচিত, বিষয় : অমুকের ভ্রমণভাতা মঞ্জুরী, তমুকের বেতন কর্তন, স্বৈরাচারীর শাস্তি বিধান ইত্যাদি।

সম্ভাবনা-আশঙ্কা : ভালো কাজের সম্ভাবনা হয়, শুভ কিছুর সম্ভাবনা হয়; মন্দ কিছুর, অশুভ কিছুর বেলায় হয় আশঙ্কা। যেমন, সাফ গেমসে সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা (সোনা পাওয়ার আশঙ্কা নয়), পরীক্ষায় পাশ করার সম্ভাবনা (পাশ করার আশঙ্কা নয়)। আকাশ ভালো থাকার সম্ভাব না, কিন্তু ঝড়ের আশঙ্কা।

বলে-সত্ত্বেও : বলের ব্যবহার ভালো'র বেলায়, সাফল্যের বেলায়, 'সত্ত্বেও'র ব্যবহার ব্যর্থতার বেলায়। যেমন, কঠোর পরিশ্রমের বলে সে পরীক্ষা পাশ করলো, কঠোর পরিশ্রমের বলে সে ফেল করলো নয়; অথবা কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও সে ফেল করলো, কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও সে পাশ করলো নয় (যদি কেউ তেমন বলে বুঝতে হবে, কঠোর পরিশ্রম করা একটি খারাপ কাজ এবং তার ফলে কারও পাশ করা উচিত নয়)।

'উঠে-ওঠে' : উদ্দেশ্য আর উদ্দেশ যেমন, কি আর কী যেমন, 'উঠে' আর 'ওঠেও' তেমন মনযোগের সাথে ব্যবহৃত হয় না। এ দুটোই ক্রিয়াপদ। তবে পার্থক্য আছে, একটি সমাপিকা ক্রিয়া অন্যটি অসমাপিকা। ওঠে-সমাপিকা, উঠে-অসমাপিকা। 'উঠে' দিয়ে বাক্য সমাপন হয় না, তার পরে আরেকটি ক্রিয়াপদ থাকে। যেমন বিছানা থেকে উঠে আস (এখানে 'আস' সমপিকা ক্রিয়া), তুমি উঠে এলেই আমি নীচে নামবো (এখানে উঠে অসমাপিকা ক্রিয়া, বাক্য সম্পন্ন হচ্ছে 'নামা' দিয়ে)। 'ওঠে' বাক্য সম্পন্ন করে, ওঠে'র পর পূর্ণচ্ছেদ বসানো সম্ভব, 'উঠে'র পর নয়। যেমন, সে খুব ভোরে ওঠে; তাড়াতাড়ি গাছে ওঠ। 'দু'ও 'দূ' ঃ 'দ' এর সাথে উ-কার যুক্ত হয় দূরের জিনিস বোঝানোর জন্য (যেমন, দূর বনপথ, দূরালাপনী, দূরদর্শন, দূরে বহু দূরে ইত্যাদি।) আর উ-কার যুক্ত হয় মন্দ অর্থে যেমন দুরন্ত, দুর্বহ, দুঃসাধ্য, দুঃখ, দুর্বল, দুর্নিবার, দুরতিক্রম্য, দুরধিগম্য ইত্যাদি।

সম্মানসূচক চন্দ্রবিন্দু

সংসারে বড়বড় লোকদের নিয়ে অনেক কথা চালু হয়ে যায়। তেমন কথা আছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো—পুট (put)-এ যদি একটা টি (t) হলে হয়, পূল (Pull)-এ কেন দু'টো এল 'l' দরকার?

তিনি বলেছিলেন— কারণ আছে। খুব 'যুক্তিসঙ্গত' কারণ। 'পুট' মানেতো রাখা, কোনো জিনিস রাখতে তেমন জোর লাগে না, হালকাভাবে রেখে দিলেই হলো। সেজন্য 't' এর কোনো বাড়তি খরচের প্রয়োজন হয় না। আর দেখ, পূ-উ-উ-ল, বুঝতে পাচ্ছোতো—কত জোর লাগছে! সে জন্য ওখানে এক জোড়া এল (ll) না হলে চলছে না।

এই ডাবল-এল (ll) নিয়েই তাঁর আরও এক রসিকতা আছে। পিলার (Pillar)-এ ক'টা এল দরকার? তাঁর জবাব, একটা দিলেও হয়, তবে দু'টো দিলে পিলার মজবুত হয়।

এরকম রসিকতা সাধারণ মাপের মানুষরাও কখন কখনও করে বসেন। এক তরুণ তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছে, তুই জানলার ওপর পা তুলে বসে আছিস কেন?

বন্ধু ক্ষেপে জবাব দিচ্ছে—

: 'পা' বলবিনে বলে দিলাম।

: তো কী বলবো?

: বলবি 'পাঁ'।

: পাঁ কেন বলবো।

: বলবি সম্মান দেখানোর জন্য।

: সে কেমন?

: খুব সহজ। সম্মানসূচক 'চন্দ্রবিন্দু'র নাম শুনেছিস?

: দেখেছিস কখনো তার ব্যবহার?

: দেখেওছি, শুনেওছি। তাঁর বই, ওঁর টাকা—এইসবতো?

: হ্যাঁ, এইসব। সে নিয়মে আমি যেহেতু তোদের সবার বড়, আমার পা তোদের পায়ের মত নয়, আমার পা তোদের কাছে সম্মানসূচক একটা চন্দ্রবিন্দু দাবী করতেই পারে।

: তাহলে তুই বলতে চাচ্ছিস—আমাদেরগুলো, অর্থাৎ আমরা যারা 'অর্ডিনারি মর্টাল', নেহাৎ সাধারণ মরণশীল, তাদের গুলো 'পা', আর তোর মত যারা অসাধারণ ও সম্মানিত, তাদের পাগুলো আর 'পা' থাকবে না, হয়ে যাবে 'পাঁ'।

: এগজ্যাক্টলি! ঠিক বুঝেছিস, খুব ঠিক। তাঁদের পাগুলো, যেমন তোদের মধ্যে সর্বসিনিয়র আমার পা দু'টো, কাঁধের 'পরে সম্মানসূচক চন্দ্রবিন্দু নিয়ে হয়ে যাবে 'পাঁ'।

গেলো 'পা' আর 'পাঁ' নিয়ে কথা। এবার আসুক 'দৌড়ুনো' আর 'দাঁড়ানো'। দৌড়ুবার সময় চন্দ্রবিন্দু লাগে না, কিন্তু দাঁড়াবার সময় লাগেই লাগে। রাহুল নামের এক শিশু তার বাবাকে এ নিয়ে খুব বিরক্ত করছিল।

: একটিতে লাগবে, আরেকটিতে লাগবে না কেন?

: লাগবে না, কারণ ওটিই নিয়ম।

: ওরকম নিয়ম হবে কেন, নিয়মটা ভুল।

: তোর মাথা। বিদ্যাসাগর লিখে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, নজরুল লিখে গেছেন আরও অনেকে লিখে গেছেন।

: তা লিখুন, তারা লিখলেই সব শুদ্ধ হবে—এমন কোনো কথা নেই। আমি মানি না।

: না মানতে পারিস, তবে 'তারা' নয়, 'তাঁরা।

: ঠিক আছে 'তাঁরা', তাঁরা লিখলেই সব শুদ্ধ হবে, এমন কোনো কথা নেই।

: কেন তোর এরকম মনে হচ্ছে?

: বলছি, কেন মনে হচ্ছে। জোর বা শক্তি, দাঁড়াতে বেশি লাগে, না দৌড়ুতে?

: দৌড়ুতে' নয়, 'দৌড়ুতে'।

: ঠিক আছে, বল এখন জোর কোথায় বেশি লাগে— 'দৌড়ুতে' না 'দাঁড়াতে'?

: দৌড়ুতে। অবশ্যই দৌড়ুতে।

: আমিও তাই বলি, দৌড়ুতেই যখন জোর বেশি লাগে, চন্দ্রবিন্দুতো সেখানে আরও বেশি হওয়া উচিত।

: তারপরও একটা কথা আছে। দাঁড়াবার সময় মানুষতো স্থির থাকে, থাকে কি থাকে না?

: থাকে।

: তাহলে কী হয়, চন্দ্রবিন্দুটাও নড়েচড়ে না, মাথার ওপর বা কাঁধের ওপর স্থির থাকে। আর, দৌড়ুবার সময় মানুষের কাঁধতো নড়েচড়ে; তাই চন্দ্রবিন্দুটা মাটিতে পড়ে যায়। এজন্যই দাঁড়ানোর সময় যা থাকে, দৌড়ুবার সময় তা থাকে না।

: বোঝা গেলতো এবার?

: বোঝা গেল কিনা বুঝতে সময় লাগবে। মাথা আমার চক্কর দিচ্ছে।

মহাপ্রাণ-এ মহাপার্থক্য

উচ্চারণের ভুলে বোন যদি 'ভোন' হয়ে যায়, শ্রোতা হাসি লুকিয়ে বুঝে নিতে পারেন কী আসলে বলা হচ্ছে। কিন্তু ভাই যদি হয়ে যায় 'বাই' তখন অর্থটাই পাল্টে যায় বাই মানে বাতিক, নেশা, ঝোঁক ইত্যাদি। যেমন, আপনার বুঝি ক্রিকেটের বাই আছে?]

এখানে 'ব' বর্গের তৃতীয় ও 'ভ' চতুর্থ বর্ণ। [কথা যখন এসে গেলোই, বলে ফেলা ভালো। ব্যঞ্জনবর্ণের 'ক' থেকে 'ম'—এই-পঁচিশটি স্পর্শবর্ণ। কারণ এগুলো উচ্চারণের সময় দন্ত, ওষ্ঠ, তালু (মাথার তালু অবশ্যই নয়, মুখগহ্বরের তালু, মুখগহ্বরের ছাত) ইত্যাদিতে হাওয়া স্পর্শ করে। পাঁচটি বর্গে বিভক্ত বলে এগুলোর অন্য নাম বর্গীয় বর্ণ। বর্গের নাম হয় আবার প্রতি পঞ্চক'-এর প্রথম বর্ণের নামে। যেমন ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ ও প-বর্গ]। 'ব' অল্পপ্রাণ ও 'ভ' মহাপ্রাণ বর্ণ। বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং বর্গীয় বর্ণের বাইরে য, র, ল, ব (এই 'ব' এখন বর্ণমালায় নেই। ইংরেজি 'w'র যে উচ্চারণ, এই 'ব', যার নাম অন্ত্যস্থ-ব, সেই উচ্চারণ নির্দেশ করতো) অল্পপ্রাণ বর্ণ এবং বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও শ, ষ, স, ও হ মহাপ্রাণ বর্ণ।

শব্দের শুরুতে, মধ্যে বা অন্তে অল্পপ্রাণ বর্ণের জায়গাটি মহাপ্রাণ বর্ণের দখলে চলে গেলে কী গণ্ডগোলে ব্যাপার হয়, একবার দেখা যায়। যেমন—

অগ = যা গমন করে না, নড়ে না চড়ে না, পর্বত, বৃক্ষ, গতিশূন্য।

অঘ = পাপ।

অদীন = ধনী, দীন নয় এমন, সমৃদ্ধ [ন + দীন]।

অধীন = বশীভূত, আশ্রিত, বাধ্য, শাসনের অন্তর্ভুক্ত, অধীনস্থ, নিম্নপদস্থ।

অবিনয় = বিনয়ের অভাব, অশিষ্টতা, ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা।

অভিনয় = নাট্য প্রদর্শন, কৃত্রিম ভাবপ্রকাশ।

অবিধান = যা বিধান নয়, অনিয়ম।

অভিধান = শব্দকোষ, যেখানে অভিধাসমূহ (নাম, সংজ্ঞা, উপাধি ইত্যাদি) ব্যাকরণ সম্মতভাবে সজ্জিত থাকে।

অবিচার = অন্যায় বিচার, বিচারের অভাব, অবিবেচনা।

অভিচার = অন্যের ক্ষতি করার জন্য মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহারের প্রক্রিয়া। অবশ্য, এও এক ধরণের অবিচার।

অবিরাম = বিরামহীন।

অভিরাম = মনোরম, সুন্দর, তৃপ্তিদায়ক।

আকর = খনি, উৎপত্তিস্থান, আধার।

আখর = অক্ষর।

আটা = গমচূর্ণ, গোধূমচূর্ণ।

আঠা = লেই।

আদি = আরম্ভ, উৎপত্তির হেতু।

আধি = মানসিক পীড়া, দুশ্চিন্তা।

আদা = আর্দ্রক, মশলা হিসেবে ব্যবহৃত ভূনিম্নস্থ কাণ্ড।

আধা= অর্ধ, অর্ধভাগ।

আবাস = বাসস্থান।

আভাস = অস্পষ্ট প্রকাশ।

উপাদান = উপকরণ।

উপাধান = বালিশ।

ওটা = ঐটি (সর্বনাম)।

ওঠা = উঠে আসা।

কাট = কাটার জন্য আদেশ করা।

কাঠ = কাষ্ঠ। (Wood) ।

কাটা = কর্তন করা।

কাঠা = জমি পরিমাপের একক। ষোল ছটাক।

কুটি = ছোট ছোট খণ্ডে কাটা কাপড়।

কুঠি = ব্যবসায়ীর কার্যালয়।

কোটা = কুটা, যেমন আনাজ কোটা।

কোঠা = প্রকোষ্ঠ, শ্রেণী, অবস্থা, স্তর। (যেমন—বয়স তার বার্ধ্যক্যের কোঠায়)।

গর্ব = অহঙ্কার, দর্প, আত্মশ্লাঘা।

গর্ভ = অভ্যন্তর, ভিতর।

গাতা = গায়ক।

গাথা = কাহিনীমূলক কবিতা। রাজা ও বীরের প্রশংসাসূচক গান।

গোর = কবর।

ঘোর = আচ্ছন্নতা দারুণ, ভয়ঙ্কর।

গাঁতা= বিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্র কৃষকের দলবদ্ধ কাজ।

গাঁথা = পরপর স্থাপন করে সাজানো, যেমন মালা গাঁথা।

গাদা = স্তুপ।

গাধা = গর্দভ।

গোট = মেয়েদের কোমরের অলঙ্কার, কটিভূষণ, চন্দ্রহার, কোমরের তাগা।

গোঠ = গোচারণ ভূমি।

গোপ = গোয়ালা।

ঘোপ = অপ্রকাশ্য স্থান।

চাকা = গাড়ির চাকা।

চাখা = স্বাদ নেয়া।

চোক = সিকি পরিমাণ।

চোখ = চক্ষু, দৃষ্টি, নজর, খেয়াল।

চোকা = চুকিয়ে ফেলা।

চোখা = তীক্ষ্ণ, ধারাল।

জেটি = জাহাজ থেকে মালপত্র নামাবার মঞ্চ (getty)।

জেঠি = টিকটিকি।

টাট = মহাজনের ফরাশ বা গদি।

ঠাট = বাইরের চালচলন।

টিকা = প্রতিষেধক।

ঠিকা = চুক্তি।

ডাকা = আহ্বান।

ঢাকা = ঢেকে দেয়া, আবৃত করা।

ডাবল (দীর্ঘ) ঈ-কার নিয়ে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি

কেমন যেন খটকা লাগে। এ আবার কেমন করে হয়! পাশাপাশি দু'টো ঈ-কার (ী) বরাদ্দ করতে আমাদের যেন হাতই ওঠে না। একটা কথা যে আছে—'রাজা দান করে ভাণ্ডারী পেট ফেটে মরে'। সেইটি এখানে মনে পড়ে। ব্যাকরণের পণ্ডিতজনেরা বলেন, লাগবেই লাগবে পাশাপাশি দু'টো ঈ-কার, যতই হোক ঠাসাঠাসি যেমনই হোক আকৃতি—আকার। আর, আমরা, ব্যবহারকারীদের অনেকেই বলি—এ কেমন হয় কিম্ভুত কিমাকার!

না। তেমন আমরা বলতে পারবো না। তেমন বলার অধিকার আমাদের নেই। যদি আমরা নিজের কাছে নিজের অঙ্গীকার মত শুদ্ধতার পথে চলতে চাই—এ ব্যাপারে আপোষ নেই। দিতেই হবে জোড়া ঈ-কার যেখানে প্রয়োজন। ভাষার দাবী, ব্যাকরণের দাবী। সে দাবী আমাদের পূরণ করতে হবে।

সেজন্যই স্মরণ করিয়ে দেয়া—'সমীচীন'কে সমিচীন বা সমীচিন লিখলে ভাষা ভেঙচি কাটবে। বার্তাজীবী (সাংবাদিক), শ্রমজীবী, পেশাজীবী, ব্যবহারজীবী (উকিল), মৃগয়াজীবী (শিকারী), আইনজীবী, কিরীটী (মুকুটধারী) ইত্যাদি পাশাপাশি দু'টি ঈ-কার ছাড়া হাসিমুখে যাবে না, ফোলা গালে বসে থাকবে।

আরও কিছু শব্দ আছে এরকম। যেমন, প্রতীচী (পশ্চিম), পটীয়সী (যেমন, অঘটন—ঘটন-পটীয়সী, অঘটন ঘটাতে পটু), অনুজীবী (ভৃত্য), অশরীরী (দেহহীন), পল্লীজীবন, আশীর্বাদী (আশীর্বাদের সঙ্গে প্রদেয়), লক্ষ্মীদেবী, ঈর্ষী (পরশ্রীকাতর), ঈষীকা (হাতীর চোখের মণি, তুলি) উদ্দীপনীয় (যা উদ্দীপনা যোগায়), কর্মজীবী, কুসীদজীবী (সুদখোর) ক্ষীণজীবী (দুর্বল), আহীরী (আহীর—গোজাতি বিশেষ। কলকাতায় একটা জায়গা আছে—আহীরীটোলা। দুগ্ধজীবীদের বসবাসের জন্য এমন নাম হয়েছিলো শোনা যায়), পীড়াপীড়ি, দীপালী, দীপাবলী, দীর্ঘজীবী, দীর্ঘসূত্রী, দ্বীপী (ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ), নীবী (কটিবন্ধ), নীলাম্বরী (নীলবর্ণের শাড়ি) ইত্যাদি।

বাড়তি ন'এর বাড়াবাড়ি

নীবী (নীবি বানানও গ্রহণ করা হয়) শব্দের অর্থ বন্ধনীবদ্ধ করতে গিয়েই কথাটা মনে পড়লো। দরকার নেই অথচ একটি 'ন' কোন কোন শব্দের লেজে না জুড়লে আমরা যেন স্বস্তি পাই না। যেমন, গলবন্ধ (গলায় যা বাঁধা হয়, 'গলবন্ধন' নয়), কোমরবন্ধ (কোমরবন্ধন নয়) কটিবন্ধ (কটিবন্ধন নয়) নীবীবন্ধ (নীবীবন্ধন নয়)। রবীন্দ্রনাথ'এর 'স্বপ্ন' কবিতার চরণ : 'তনুদেহ রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা/চরণে নূপুরখানি বাজে আধাআধা'), সেতুবন্ধ (সেতুবন্ধন নয়)। পাশাপাশি এটিও মনে থাকলে ভালো মেলবন্ধন (তখন আবার 'মেলবন্ধ' নয়), ভ্রাতৃবন্ধন (ভ্রাতৃবন্ধ নয়), রাখিবন্ধন (রাখিবন্ধ নয়)।

ব্যাপারটা বিশেষ্য-বিশেষণের

চোখ চুলকোলে চুলকোতে পারে, কিন্তু যখন তখন দেখছি, বড় বড় মানুষের লেখায়ও দেখছি, পত্রিকার পাতায়ও দেখা যাচ্ছে এবং টেলিভিশনের পর্দায়ও দেখা যাচ্ছে-সহযোগীতা, প্রতিযোগীতা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে লিখতে হবে সহযোগী ও সহযোগিতা, প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিতা।

এসব শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা বোঝার ব্যাপার আছে। সেটি অবহেলার নয়। শব্দজোড় দু'টিতে একটি বিশেষ্য (প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা। আরও পরিস্কার করে বললে, গুণবাচক বিশেষ্য, abstract noun-যা চোখে দেখা যায় না, অনুভব করা যায়), অন্যটি বিশেষণ (সহযোগী-যিনি সহযোগিতা করেন, প্রতিযোগী যিনি প্রতিযোগিতা করেন)। মনে রাখার বিষয় হচ্ছে—বিশেষ্য হলে ই-কার (যেমন-সহমর্মিতা, দূরবর্তিতা, মিতব্যয়িতা, সহগামিতা, অনুগামিতা, নিয়মানুবর্তিতা, সমধর্মিতা, উপকারিতা, অপকারিতা ও প্রার্থিতা ইত্যাদি), কিন্তু বিশেষণ যদি হয়, ঈ-কার (যেমন—সহমর্মী, দূরবর্তী, মিতব্যয়ী, সহগামী, অনুগামী, নিয়মানুবর্তী, সমধর্মী, উপকারী, অপকারী ও প্রার্থী ইত্যাদি।) না হলে চলবে না।

মনে হয় ভজকট
নয় মোটে খটমট

যার বয়স ছাড়িয়ে গেছে আশি, তাঁকে বলা হয় অশীতিপর; যার ছাড়িয়ে গেছে নব্বুই, তিনি নবতিপর। কিন্তু যদি কেউ বলে (সত্যি কথা, ঢাকার একটি পত্রিকা কিছুদিন আগে বলেছে।) *'সত্তুর বছর বয়স্ক আশীতিপর বৃদ্ধ'* কেমন লাগে। হাসবার জন্য মন্দ লাগে না। অনেকটা যেনো সেরকম—আমি সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরলে কী হবে, রাত তখন নিশুতি। আবার এর উল্টোও বলেন কেউ কেউ—যেমন আমার এক সহকর্মী। তিনি বলেন না জেনে নেয়, আমাদের হাসাবার জন্য। যেমন, রাত যাই হোক আমি কিন্তু সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরবো।

তিনি *'হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে'* মারা যান। পত্রিকায় লেখা হয়, সংবাদমাধ্যমে প্রচার হয়, কিন্তু ভুল হয়। হাস্যকর ভুল। বাক্যও ভুল, ধারণাও ভুল। বাক্য শুদ্ধ করা যেতে পারতো এভাবে—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি মারা যান। সে হয় আরও হাস্যকর, কারণ সংসারে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যেখানে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে অথচ মানুষ জীবিত আছে। হতে পারতো তিনি হৃদরোগে মারা যান।

গাড়ি *'চলাকালীন সময়ে'* দরজা বন্ধ রাখুন। আন্তঃনগর ট্রেনে ভ্রমণের সময় এ অনুরোধ শুনতে হয়। কথা বটে 'গোলাপ জলের পানি'র মত। শুধু চলাকালে বললেই হতো, সময়'এর দরকার ছিল না। কারণ, যা কাল তাই সময়।

'নিরবিচ্ছিন্ন' চেষ্টার পরও তার সাধনায় কোনো 'উৎকর্ষতা' দেখা গেল না। উৎকর্ষতা নয়, 'উৎকর্ষ'। এখানে জোড়া ভুল। প্রথমতঃ 'নিরবিচ্ছিন্ন' নয়, 'নিরবচ্ছিন্ন'।

তিনি 'সারাজীবনভর' দারিদ্রতার' বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেলেন। আবারও জোড়া ভুল। হয় হবে সারাজীবন, নয় জীবনভর। দ্বিতীয়তঃ হয় দারিদ্র, নয় দরিদ্রতা। দারিদ্রতা কখনো নয়।

তিনি 'শ্মশ্রুমুণ্ডিত হয়ে সেলুনে ঢুকলেন, বেরুলেন শ্মশ্রুমণ্ডিত হয়ে।'

শুধু উ (ু)-কার' এর গণ্ডগোল। তাতেই এসে যাচ্ছে রাত দিনের পার্থক্য। 'শ্মশ্রুমুণ্ডিত' হওয়া মানে দাড়ি কামানো, 'শ্মশ্রুমণ্ডিত' হওয়া মানে দাড়িতে ভরানো। আর, যিনি শ্মশ্রুমণ্ডিত মুণ্ডিত হয়ে সেলুনে ঢুকলেন, তিনি শ্মশ্রুমণ্ডিত হয়ে বেরুবেন কী করে!

তাঁর শিক্ষকজীবন 'স্বার্থক' : এখানে স্বার্থের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক সার্থকতার সঙ্গে। তাই বাচন ও লেখন এখানে হতে হবে— 'সার্থক' [meaningful] । যেমন— 'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে/সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে'।

একই রকম ভুল হবে, যদি বলা হয়— দেখে মনে হচ্ছে, তোমার কোমরবন্ধনটি খুব দামী। বলতে হবে ... তোমার কোমরবন্ধটি খুব দামী।

তোমার লাঠিটি আমার চে' লম্বা। এই ভুলটি তুলনার। তুলনা হতে হয় একই প্রকৃতির জিনিসের। ফুলের সঙ্গে ফুলের, পাখির সঙ্গে পাখির, খাদ্যের সঙ্গে খাদ্যের; মাছের সঙ্গে গাছের, ঢাকার সঙ্গে চাকার কিংবা কলমের সঙ্গে মলমের নয়। এখানে লাঠি হলো বস্তু, আর আমি হলাম মানুষ। তাই লাঠির সঙ্গে আমার তুলনা খুব অন্যায় হবে। তেমন হলে আমাকে খুব অপমান করা হবে। বড়জোর হতে পারে—তোমার লাঠিটি আমারটির (বা আমার লাঠির) চে' লম্বা।

আজ আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস। স্বাক্ষর (signature) শেখানো হয় না সাক্ষরতা দিবসে, অক্ষরজ্ঞান দেয়া হয়। অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়া হয়। স্বাক্ষর (স্ব + অক্ষর) মানে নিজের অক্ষর, সাক্ষর (স + অক্ষর, এখানে 'স' অর্থ সহিত; যেমন সপুত্র, সবান্ধব ইত্যাদি) মানে অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত। তবে, ৮ সেপ্টেম্বর যদি স্বাক্ষর করা শেখানোর দিন হতো, তাহলে 'আজ আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস' শিরোনামটি নির্ভুল মানা যেতো। কিন্তু, ব্যাপারতো তেমন নয়।

দেশের সকল মানুষকে স্বাক্ষর করা আমাদের উদ্দেশ্য। না। এও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য দেশের সকল মানুষকে সাক্ষর করা। কাউকে সাক্ষর করতে পারলে, তাকে স্বাক্ষর (দস্তখত, signature) করতে শেখানো মাত্র এক মিনিটের ব্যাপার। আগে সাক্ষর, পরে স্বাক্ষর। তাই যখন আমরা কাউকে বলবো, যখন লিখে বলবো, *'এই দরখাস্তে একটি সাক্ষর করুন'* তখন ভুল বলবো। একটা হাস্যকর ভুল করে বসবো আমরা। এমনটি আমরা করতে চাই না।

প্রয়োজনীয় কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান

নিচে বর্ণানুক্রমে একটি শব্দতালিকা দেওয়া হল। শব্দের ঠিক বানান জানা না থাকলে কত অদ্ভুত ধরনের ভুলই যে হতে পারে, একবার দেখে নেয়া যায়। এখানে 'অশুদ্ধ বা বর্জ্য' বানানের তালিকায় যেসব শব্দের ঠাঁই তাতে এমন অদ্ভুত ভুলের নিদর্শন প্রচুর। বলা দরকার, অশুদ্ধ বানান সর্বদাই বর্জনীয়; তবু 'বা বর্জনীয়' লিখতে হয়েছে এ-কারণে, একাধিক বানানই শুদ্ধ (যেমন বাড়ি/বাড়ী উত্তরসুরি/উত্তরসূরী)—এমন শব্দও যাতে সবাই একটি বানানে লিখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই। এর ফলে বানান ভুল কমবে।

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
অকস্মাৎ	অকস্মাৎ (কিন্তু আকস্মিক)
অকালপক্ক/অকাল পক্ক	অকালপক্ব
অকাল প্রয়াণ	অকালপ্রয়াত
অগনিত, অগন্য	অগণিত, অগণ্য
অগ্র গণ্য	অগ্রগণ্য
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ
অগ্রীম	অগ্রিম
অঘ্রাণ	অঘ্রান (অগ্রহায়ণ মাস)
অংক	অঙ্ক
অংগ	অঙ্গ
অংগন	অঙ্গন
অঙ্গিকার	অঙ্গীকার
অচিন্ত্যনীয়	অচিন্তনীয়
অচিন্ত	অচিন্ত্য
অতিথী	অতিথি
অত্যাধিক	অত্যধিক

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
অধঃস্তন	অধস্তন
অধীনস্ত	অধীনস্থ
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
অধ্যূষিত	অধ্যুষিত
অনন্য সাধারণ	অনন্যসাধারণ
অনিষ্ঠ	অনিষ্ট
অন্তকরণ	অন্তঃকরণ
অন্তঃসত্তা/অন্তঃসত্বা	অন্তঃসত্ত্বা
অন্যমনষ্ক	অন্যমনস্ক
অন্বেষণ	অন্বেষণ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ন
অপাংক্তেয়/অপাঙ্‌তেয়	অপাঙ্‌ক্তের
অবিশ্বাষ	অবিশ্বাস্য
অবিভূত/অভিভুত	অভিভূত
আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তরীণ (কিন্তু আভ্যন্তরিক)
অভ্যস্থ	অভ্যস্ত
অমানুসিক	অমানুষিক
অমাবশ্যা/আমাবস্যা	অমাবস্যা
অলংঘ/অলজ্ঘ, দুর্লজ্ঘ	অলঙ্ঘ্য, দুর্লঙ্ঘ্য
অলজ্ঘ্যনীয়	অলঙ্ঘনীয়
অল্প বিস্তর	অল্পবিস্তর
অসার [অনুভূতিহীন অর্থে]	অসাড়
অসুখ-বিসুখ	অসুখবিসুখ
অস্বস্থি	অস্বস্তি
অংশীদারিত্ব	অংশীদারত্ব
আইনতঃ	আইনত (যেমন : আইনত দণ্ডনীয়)
আঁকা বাঁকা/ আকাবাকা	আঁকাবাঁকা
আঁটোসাটো	আঁটোসাঁটো
আস্তাকুঁড়/আস্তাকুড়	আঁস্তাকুড়
আকষ্মিক	আকস্মিক
আকাংখা/আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
আকাশ ছোঁয়া	আকাশছোঁয়া যেমন : আকাশছোঁয়া দালানকোঠা)
আকূল	আকুল
আকৃতি	আকুতি
আক্রমন	আক্রমণ
আঙ্গুল	আঙুল (কিন্তু অঙ্গুলি)
আচরন	আচরণ
আজন্ম লালিত	আজন্মলালিত
আটপৌড়ে	আটপৌরে
আটালো	আঠালো
আড়ৎ	আড়ত
আড়ম্ভর	আড়ম্বর
আড়ষ্ঠ	আড়ষ্ট
আঁড়ি পাতা	আড়ি পাতা
আতংক	আতঙ্ক
আদ্যপান্ত	আদ্যোপান্ত
আনুষাঙ্গিক/আনুসাঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
আপদকালীন	আপৎকালীন
আপন জন	আপনজন
আপোষ/আপোস	আপস
আপাততঃ	আপাতত
আপাতঃদৃষ্টে	আপাতদৃষ্টে
আবিস্কার	আবিষ্কার
আমুল	আমূল
আয়ত্ব/আয়ত্ত্ব	আয়ত্ত
আয়ত্বাধীন/আয়ত্ত্বাধীন	আয়ত্তাধীন
ইংগিত	ইঙ্গিত
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
ইষ্ঠ	ইষ্ট (যেমন : ইষ্টদেবতা)
ইপ্সিত/ঈপ্সিত	ঈপ্সিত
উগড়ে দেওয়া	উগরে দেওয়া
উচিৎ	উচিত (কিন্তু যাবৎ)

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষিত	উচ্চশিক্ষা, উচ্চশিক্ষিত
উচ্চৈস্বরে/উচ্চস্বরে	উচ্চৈঃস্বরে
উচ্ছ্বল	উচ্ছল
উশৃঙ্খল/উছৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল
উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বাস
উচ্ছ্বাস ভরা	উচ্ছ্বাসভরা
উজ্জ্বল/উজ্বল	উজ্জ্বল
উৎকর্ষতা/ঔৎকর্ষ	উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা
উৎপত্তি স্থল	উৎপত্তিস্থল
উৎসাহ ব্যঞ্জক	উৎসাহব্যঞ্জক
উত্তরসুরী	উত্তরসূরি
উদ্ভিজ	উদ্ভিজ্জ
উদ্দ্যোগ	উদ্যোগ
ঊনিশ	উনিশ (কিন্তু ঊনবিংশ)
উপরোক্ত	উপরি-উক্ত/উপর্যুক্ত
উপলক্ষ্য	উপলক্ষ
উল্লেখিত/উপরোল্লেখিত	উল্লিখিত
উহ্য	ঊহ্য (যেমন : আমি তাকে সবই স্পষ্টভাবে বলেছি, কিছুই উহ্য রাখি নি)
ঋণ গ্রহীতা	ঋণগ্রহীতা
এক কালীন	এককালীন
এক ঘেয়ে	একঘেয়ে
এক জন [যে-কোনো লোক অর্থে]	একজন
একজন (একটিমাত্র লোক অর্থে)	এক জন
এক মত	একমত (যেমন : তোমরা একমত না হলে কোনো সিদ্ধান্ত নেব না; কিন্তু আমরা দু জনে এক মতের লোক)
এক মাত্র, একটি মাত্র	একমাত্র, একটিমাত্র (কিন্তু মাত্র একটি)
একমুখীনতা	একমুখিনতা
একাকীত্ব	একাকিত্ব
উনার/ওনার	ওঁর
ঊনিশ	উনিশ

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
উনারা/ওনারা	ওঁরা
তিনারা / তিনিরা	তাঁরা
ওৎ পাতা	ওঁৎ পাতা
ওতঃপ্রোত/ওতোপ্রোত	ওতপ্রোত (উচ্চারণ : ওতোপ্‌প্রোতো নয়, ওতোপ্রোতো)
কংকাল	কঙ্কাল
কটুক্তি	কটূক্তি
কতো	কত
করিৎকর্মা	করিতকর্মা
কতৃক	কর্তৃক
কতৃপক্ষ	কর্তৃপক্ষ
কর্তাবৃন্দ	কর্তৃবৃন্দ
কর্মকর্তাবৃন্দ	কর্মকর্তৃবৃন্দ
কাংখিত/কাঙ্খিত	কাঙ্ক্ষিত
কাঁচ	কাচ
কার্যতঃ	কার্যত
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি/কিংবদন্তী
কুটীল/কূটিল	কুটিল
কুসুম কলি	কুসুমকলি
কুটনীতি	কূটনীতি
কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
কৃতি	কৃতী (যেমন : কৃতী পুরুষ)
কোমল হৃদয়	কোমলহৃদয়
কৌতূক	কৌতুক
কৌতুহল	কৌতূহল (কিন্তু কুতুহল)
কৌলিণ্য	কৌলিন্য
কোমল মতি	কোমলমতি (যেমন : কোমলমতি বালক-বালিকা)
কচিৎ	ক্বচিৎ
ক্রয় ক্ষমতা	ক্রয়ক্ষমতা
ক্রিয়া কর্ম	ক্রিয়াকর্ম
ক্ষীয়মান	ক্ষীয়মাণ
ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
ক্ষুন্ন	ক্ষুণ্ন
ক্ষুধপিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা
ক্ষুণ্নিবৃতি	ক্ষুন্নিবৃত্তি (ক্ষুৎ + নিবৃত্তি)
খেতমজুর	ক্ষেতমজুর
ক্ষেপন, ক্ষেপনাস্ত্র	ক্ষেপণ, ক্ষেপণাস্ত্র
খেলাধূলা	খেলাধুলা/খেলাধুলো
গন	গণ
গননা/গনণা/গণণা	গণনা
গণ সঙ্গীত	গণসঙ্গীত/গণসংগীত
গরিষ্ট	গরিষ্ঠ (যেমন : সংখ্যাগিরষ্ঠ)
গর্ধব	গর্দভ
গলধঃকরণ	গলাধঃকরণ
গল্প গুজব	গল্পগুজব
গাথা [রচিত বা নির্মিত অর্থে]	গাঁথা (যেমন : মালা গাঁথা; আবার 'বীরত্বগাঁথা' নয়, 'বীরত্বগাথা')
গার্হস্থ	গার্হস্থ্য
গীর্জা	গির্জা
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
গুঁটিসুটি	গুটিসুটি
গুন	গুণ [দোষের বিপরীত অর্থে]
গুণগুণ	গুনগুন (যেমন : গুনগুন করে গান গাওয়া)
গুণে গুণে	গুনে গুনে (যেমন গুনেগুনে তাকে দশটি হাজার টাকা দিয়েছি)
গুলি [বন্দুকের, পিস্তলের]	গুলী
গৃহ বধূ/গৃহবধু	গৃহবধূ
গৃহস্ত	গৃহস্থ
গৃহিনী	গৃহিণী
গ্রন্থী	গ্রন্থি (গাঁট বা গিরা অর্থে গ্রন্থি; আবার বহু গ্রন্থের সংগ্রাহক বা পাঠক হিসেবে 'গ্রন্থী' শুদ্ধ।
গড্ডালিকা প্রবাহ	গড্ডলিকা প্রবাহ

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
ষণ্ডামার্কা	ষণ্ডামর্ক (ষণ্ড + অমর্ক)
গ্রহন	গ্রহণ
গ্রামীন	গ্রামীণ
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
ঘরণি/ঘরণী	ঘরনি
ঘুষি	ঘুসি
ঘুর্নি/ঘুর্ণি	ঘূর্ণি
ঘূর্ণীয়মান'	ঘূর্ণ্যমান/ঘূর্ণায়মান
ঘোষনা	ঘোষণা
ঘ্রান	ঘ্রাণ
চট্রগ্রাম	চট্টগ্রাম
শ্রীহট্র	শ্রীহট্ট
চড়-থাপ্পর	চড়-থাপ্পড়
চাতুরি	চাতুরী (যেমন : ছলচাতুরী)
চাতুর্যতা	চাতুর্য
চির ধরা	চিড় ধরা (ফাটল ধরা অর্থে]
চীৎকার	চিৎকার
চিত্র কর্ম	চিত্রকর্ম
চিত্রাংকন	চিত্রাঙ্কন
চুপি চুপি	চুপিচুপি
চুড়মার	চুরমার
চোষ্য	চূষ্য
ছাকনি	ছাঁকনি
ছাকা	ছাঁকা
ছাঁট	ছাট (যেমন : বৃষ্টির ছাট)
ছোকড়া	ছোকরা
ছোট গল্প	ছোটগল্প
ছোড়াছুড়ি/ছোঁড়াছুড়ি	ছোঁড়াছুঁড়ি
ছোড়া	ছোরা [বড় ছুরি অর্থে]
জংগল	জঙ্গল
জগত	জগৎ
জগৎবিখ্যাত	জগদ্বিখ্যাত

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
জঘণ্য	জঘন্য
জটীল	জটিল
জন্ম দিন	জন্মদিন
জন্ম দিবস	জন্মদিবস
জন্ম মুহূর্ত	জন্মমুহূর্ত
জবর দখল	জবরদখল
জবানবন্দী	জবানবন্দি
জরুরী	জরুরি
জাতী	জাতি
জাতিয়	জাতীয়
যাদুঘর	জাদুঘর
জিনিষ	জিনিস
জীবন সঙ্গিনী	জীবনসঙ্গিনী
জীবনসঙ্গি	জীবনসঙ্গী
জীবীকা	জীবিকা
-জীবি	-জীবী (যেমন : আইনজীবী, শ্রমজীবী, বার্তাজীবী, ব্যবহারজীবী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি)।
জোড়গলায়	জোরগলায়
জোরেসোরে	জোরেশোরে
জেষ্ঠ্য	জ্যেষ্ঠ
জ্যোতিস্ক	জ্যোতিষ্ক
জৈষ্ঠ্য	জ্যৈষ্ঠ
ঝাঁঝ, ঝাঁঝালো.ঝাঝালো	ঝাঁজ, ঝাঁজালো
ঝাঁজরা, ঝাঝরা	ঝাঁঝরা
ঝাপিয়ে পড়া	ঝাঁপিয়ে পড়া
ঝুকিপূর্ণ	ঝুঁকিপূর্ণ
ঝুড়ি, ঝুড়িভাজা	ঝুরি, ঝুরিভাজা
ঝোঁপ, ঝোঁপঝাড়/ঝোপ ঝাড়	ঝোপ, ঝোপঝাড়
টাক সাল	টাকশাল
টানানো, টানিয়ে রাখা	টাঙানো, টাঙিয়ে রাখা
টেকশই	টেকসই

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
ঠাকুর বাড়ি	ঠাকুরবাড়ি
ঠিক ঠাক	ঠিকঠাক
ডাইনী	ডাইনি
ডাক টিকিট	ডাকটিকিট
ডাক নাম	ডাকনাম
ঢু মারা	ঢুঁ মারা
তক্ষুণি	তক্ষুনি
তছরূপ	তছরুপ (যেমন : তহবিল তছরুপ)
তটস্ত	তটস্থ (যেমন : ভয়ে তটস্থ)
তড়িত	তড়িৎ (কিন্তু ত্বরিত)
তদকালীন	তৎকালীন
ততক্ষণাৎ	তৎক্ষণাৎ
তদ্‌সংক্রান্ত	তৎসংক্রান্ত
তদসহ	তৎসহ
তদানুসারে	তদনসারে
তফাৎ	তফাত
তর্জনি	তর্জনী
তস্কর	তস্কর
তাঁতী	তাঁতি
তাবত	তাবৎ
তিতীক্ষা	তিতিক্ষা
তিথী	তিথি
তিরস্কার	তিরস্কার
তিনতলা	তে-তলা (যেমন : বাড়িটা তিন তলা, সে থাকে তে-তলায়)
তেজ্য/ত্যজ্য	ত্যাজ্য (যেমন : ত্যাজ্যপুত্র)
তরান্বিত	ত্বরান্বিত
তুর্য	তূর্য
থাপ্পর	থাপ্পড়
থুথু	থুতু
থুত্থুরে	থুত্থুড়ে (যেমন : থুত্থুড়ে বুড়ো)
দক্ষিন	দক্ষিণ

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
দণ্ডবত	দণ্ডবৎ
দরকারী	দরকারি
দরোজা	দরজা
দরুণ	দরুন (কিন্তু দারুণ)
দর্পন	দর্পণ
দাদী	দাদি
দাবী	দাবি
দাবি নামা	দাবিনামা (যেমন : দাবিনামা পেশ করা)
দামী	দামি
দায়ি	দায়ী
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য (কিন্তু দরিদ্রতা)
দিক্‌দিগন্ত	দিগ্‌দিগন্ত
দিক্‌ভ্রম, দিকভ্রান্ত	দিগ্‌ভ্রম, দিগভ্রান্ত
দিকহারা	দিগ্‌হারা
দিকবলয়	দিগ্বলয়
দীঘি, দিঘী	দিঘি
দিক্‌নির্ণয়	দিঙ্‌নির্ণয় (যেমন : দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র)
দিক্‌নির্দেশ, দিক্‌নির্দেশনা	দিঙ্‌নির্দেশ, দিঙ্‌নির্দেশনা (কিন্তু দিক নির্দেশ করা)
দিশারী	দিশারি
দিক্ষা	দীক্ষা
দীর্ঘজীবি	দীর্ঘজীবী
দীর্ঘসূত্রীতা	দীর্ঘসূত্রতা, দীর্ঘসূত্রিতা
দীর্ঘসূত্রি	দীর্ঘসূত্রী
দুটি	দু'টি [অর্থাৎ দুইটি]
দূরুহ	দুরূহ
দূর্গ	দুর্গ
দূর্গতি	দুর্গতি
দূর্গা	দুর্গা (দুর্গতিনাশিনী অর্থে)
দূর্ঘটনা	দুর্ঘটনা
দূর্জয়	দুর্জয়
দূর্দান্ত	দুর্দান্ত

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
দূর্নীতি	দুর্নীতি
দূর্বল	দুর্বল
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ (কিন্তু দুঃসহ)
দুমূর্খ	দুর্মুখ
দুষ্কৃতিকারী	দুষ্কৃতকারী (অথবা দুষ্কৃতী)
দুঃস্থ	দুস্থ
দুত, দুতবাস	দূত, দূতাবাস
দূরবীক্ষন	দূরবীক্ষণ
দূরবীণ	দূরবীন
দুর্বা [ঘাস]	দূর্বা (ঘাস)
দোষনীয়	দূষণীয় (অথবা দূষ্য)
দৃকপাত/দৃক্ পাত	দৃক্পাত
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ	দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
দৃঢ়করণ, দৃঢ়ভূত হওয়া	দৃঢ়ীকরণ, দৃঢ়ীভূত হওয়া
দৃষ্টিকোন	দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী
দৃষ্টিভঙ্গী	দৃষ্টিভঙ্গি
দেরী	দেরি
দেশি	দেশী
দেশ প্রেম	দেশপ্রেম
দেশ সেবা	দেশসেবা
দেশ হিতৈষী	দেশহিতৈষী
দেশাত্ববোধ	দেশাত্মবোধ
দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
দৌড় ঝাঁপ	দৌড়ঝাঁপ
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
দ্বিতীয়তঃ	দ্বিতীয়ত
ধনাড্য	ধনাঢ্য
ধরণ	ধরন
ধরণধারণ	ধরনধারণ
ধ্বস	ধস (কিন্তু ধ্বংস)
ধাঁধা/ধধা	ধাঁধা

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
ধারন	ধারণ
ধারনা	ধারণা
ধারে কাছে	ধারেকাছে
ধূলা	ধুলা/ধুলো
ধুমপান	ধূমপান
ধুর্ত	ধূর্ত
ধুলি/ধূলা	ধূলি/ধুলা
ধুলিস্যাৎ	ধূলিসাৎ (কিন্তু নস্যাৎ)
ধুসর	ধূসর
ধ্যান ধারণা	ধ্যানধারণা
ধ্বংসন্মুখ	ধ্বংসোন্মুখ
ধ্বনী	ধ্বনি
নগন্য	নগণ্য
নগরায়ণ	নগরায়ন
নচেত	নচেৎ
নড়া চড়া	নড়াচড়া
নানী	নানি
নাম ডাক	নামডাক [খ্যাতি অর্থে]
নাম মাত্র	নামমাত্র (যেমন : নামমাত্র মূল্য)
নারায়ন, নারায়নগঞ্জ	নারায়ণ, নারায়ণগঞ্জ
না হয়	নাহয় (যেমন : তুমি নাহয় সে, একজন গেলেই হল)
নিক্কন	নিক্বণ
নীচু	নিচু
নীরিক্ষণ/নীরিক্ষা	নিরীক্ষণ/নিরীক্ষা
নির্নয়	নির্ণয়
নির্দ্ধারণ	নির্ধারণ
নির্ণিমেষ	নির্নিমেষ
নির্বাপন	নির্বাপণ (যেমন : অগ্নিনির্বাপণ)
নির্ভিক	নির্ভীক
নিষ্প্রোয়জন	নিষ্প্রয়োজন
নিহারীকা	নীহারিকা

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
নুতন	নূতন (কিন্তু নতুন)
নৃসংশ	নৃশংস
নৈঃশব্দ	নৈঃশব্দ্য
নৈঃসঙ্গ	নৈঃসঙ্গ্য
ন্যাক্কারজনক	ন্যক্কারজনক
ন্যস্থ	ন্যস্ত
ন্যয্য	ন্যায্য
ন্যয়	ন্যায্য
নূন্য, নূন্যতম, নূন্যপক্ষে	ন্যূন, ন্যূনতম, ন্যূনপক্ষে
পয়ষট্টি	পঁয়ষট্টি
পক্ক	পক্ব
পক্ষপাতীত্ব	পক্ষপাতিত্ব
পক্ষপাতি	পক্ষপাতী
পংক্তি/ পঙ্‌তি	পঙ্‌ক্তি
পঁচা	পচা
পড়াশুনা	পড়াশুনো/পড়াশোনা
পণ্ডিতমন্যতা, হীনমন্যতা	পণ্ডিতম্মন্যতা, হীনম্মন্যতা
পন্য	পণ্য
পত্নি	পত্নী (কিন্তু পতি)
পথ-ঘাট, পথে-ঘাটে	পথঘাট, পথেঘাটে
পথিকৃত	পথিকৃৎ
পদধুলি	পদধূলি
পদবী	পদবি
পরিপন্থি	পরিপন্থী
পরিবহণ	পরিবহন
পরিমান	পরিমাণ
পরিস্কার	পরিষ্কার
পরিসেবা	পরিষেবা (যেমন : যাত্রী পরিষেবা)
পরীক্ষা-নীরিক্ষা	পরীক্ষা-নিরীক্ষা
পশু সম্পদ	পশুসম্পদ
পশ্চাদপট, পশ্চাদপদ	পশ্চাৎপট, পশ্চাৎপদ
পশ্চাৎগতি, পশ্চাৎগামী	পশ্চাদ্‌গতি, পশ্চাদ্‌গামী

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
পশ্চাৎভাগ, পশ্চাৎভূমি	পশ্চাদ্‌ভাগ, পশ্চাদ্‌ভূমি/ পশ্চাদ্ভাগ, পশ্চাদ্ভূমি
পাবার	পাওয়ার (যেমন : আমি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নই)
পাখী	পাখি
পানিনি	পাণিনি
পায়চারী	পায়চারি
পারদর্শীতা	পারদর্শিতা
পরিপাট্য	পারিপাট্য (কিন্তু পরিপাটি)
পার্বন	পার্বণ
পিচাশ	পিশাচ
পুংখানুপুংখ	পুঙ্খানুপঙ্খ
পূজো	পুজো/পূজা
পুন্য/পূণ্য	পুণ্য (কিন্তু পূর্ণ)
পুত্র বধূ/পুত্রবধু	পুত্রবধূ
পুণর্গটন/পূর্ণগঠন	পুনর্গঠন
পুণর্বিবেচনা	পুনর্বিবেচনা
পূব	পুব (যেমন : পুব দিক, পুবের হাওয়া, কিন্তু পূর্ব)
পূবালী	পুবালি/পুবালী
পৌরসভা	পুরসভা/পৌর সভা
পুরষ্কার	পুরস্কার
পরিসেবা	পরিষেবা (যেমন : যাত্রী পরিবেশ)
পৈত্রিক	পৈতৃক
পোষাক	পোশাক
প্রজ্জলন, প্রজ্জলিত	প্রজ্বলন, প্রজ্বলিত (কিন্তু প্রোজ্জ্বল)
প্রতিকুল	প্রতিকূল
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
প্রত্যয়ণ	প্রত্যায়ন (কিন্তু, প্রতিযোগী)
প্রত্যয়ন পত্র	প্রত্যয়নপত্র/প্রত্যয়ন-পত্র
প্রত্যায়িত	প্রত্যয়িত (কিন্তু সত্যায়িত)
প্রথমতঃ	প্রথমত

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
প্রধানতঃ	প্রধানত
প্রসংশা	প্রশংসা
প্রশস্থ	প্রশস্ত
প্রসংগ	প্রসঙ্গ
পস্রাব/প্রসাব/প্রশ্রাব	প্রস্রাব
প্রানীজগৎ	প্রাণিজগৎ
প্রানীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
প্রিয়তমাষু	প্রিয়তমাসু (মহিলার ক্ষেত্রে)
প্রিয়তমেসু	প্রিয়তমেষু (পুরুষের ক্ষেত্রে)
প্রিয়ভাজন	প্রীতিভাজন
ফেরৎ	ফেরত
বংগ, বংগবন্ধু	বঙ্গ, বঙ্গবন্ধু
বক্ষমান	বক্ষ্যমাণ
বক্ষস্থল	বক্ষঃস্থল (ঊর্ধ্ববক্ষে অর্থে)
বন্টন	বণ্টন
বৎস্য	বৎস
বধু	বধূ
বনষ্পতি	বনস্পতি
বন্দী	বন্দি
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
বয়ষ্ক	বয়স্ক
বর্ণালী	বর্ণালি
বর্ত্তমান	বর্তমান
বাক্‌বিতণ্ডা	বাগ্‌বিতণ্ডা
বাক্‌যুদ্ধ	বাগ্‌যুদ্ধ
বাহাদুরী	বাহাদুরি
বাহ্যতঃ	বাহ্যত
বিকেল বেলা	বিকেলবেলা
বিক্রিত	বিক্রীত
বিদুষক	বিদূষক
বিদুষী	বিদূষী

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
বিদ্যুত	বিদ্যুৎ
বিদ্যৎসমাজ/বিদ্যৎ সমাজ	বিদ্বৎসমাজ
বিদ্ধস্ত/বিধ্বস্থ	বিধ্বস্ত
বিশ্বস্থ	বিশ্বস্ত
বিপদজনক	বিপজ্জনক
বিপনন	বিপণন
বিপনী/বিপণী	বিপণি
বিপরীতমুখি	বিপরীতমুখী (কিন্তু মুখোমুখি)
বিবাদমান	বিবদমান
বিভিষণ	বিভীষণ
বিভিষিকা	বিভীষিকা
বিরতীহিন/বিরতি হীন	বিরতিহীন
বিশেষতঃ	বিশেষত
বিশ্রি	বিশ্রী
বিশ্বজিত	বিশ্বজিৎ
বিসম	বিষম (কিন্তু অসম)
বিসম্বাদ	বিসংবাদ (যেমন : বিবাদ-বিসংবাদ)
বিষ্ফোরণ	বিস্ফোরণ
বিষ্ময়, বিষ্মিত	বিস্ময়, বিস্মিত
বিথি/বিথী	বীথি
বীভৎস্য	বীভৎস
বীরাঙ্গণা	বীরাঙ্গনা
বুড়ী	বুড়ি
বুভূক্ষু	বুভুক্ষু
বৃহদাংশ	বৃহদংশ (বৃহৎ + অংশ)
বিক্রয় কেন্দ্র	বিক্রয়কেন্দ্র
সংবাদ পত্র বিক্রয় কেন্দ্র	সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র
বেশির ভাগ	বেশিরভাগ (যেমন : বেশিরভাগ মানুষ নিজের প্রশংসা শুনতে চায়)
বৈশিষ্ট	বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তি কেন্দ্রিক	ব্যক্তিকেন্দ্রিক
ব্যক্তি চরিত্র	ব্যক্তিচরিত্র

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
ব্যাঙ্গ	ব্যঙ্গ
ব্যাতিক্রম	ব্যতিক্রম
ব্যাতীত	ব্যতীত
ব্যাথা	ব্যথা
ব্যাবধান	ব্যবধান
ব্যাবসা	ব্যবসা
ব্যাবহার	ব্যবহার
ব্যাভিচার, ব্যাভিচারী	ব্যভিচার, ব্যভিচারী
ব্যায়	ব্যয়
ব্যার্থ	ব্যর্থ
ব্যাস্ত	ব্যস্ত
ব্যকরণ	ব্যাকরণ
ব্যধি	ব্যাধি
ব্যপক	ব্যাপক
ব্যাপি	ব্যাপী
ব্যহত	ব্যাহত
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
ব্রাক্ষণ	ব্রাহ্মণ
ভংগ	ভঙ্গ
ভংগী/ভঙ্গী	ভঙ্গি
-ভুক্ত	-ভুক্ত (যেমন : তালিকাভুক্ত, অন্তর্ভুক্ত)
ভূজ	ভুজ (যেমন : ত্রিভুজ, দশভুজা)
ভূজঙ্গ	ভুজঙ্গ
ভূবন	ভুবন
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
ভ্রুক্ষেপ	ভ্রূক্ষেপ
মনমতো	মনোমতো [পছন্দসই অর্থে]
মনমালিন্য	মনোমালিন্য
মনযোগ	মনোযোগ
মন্ত্রনালয়	মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী পরিষদ/ মন্ত্রিসভা মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিপরিষদ

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
মহামতী	মহামতি (কিন্তু শ্রীমতী)
মহিয়সী	মহীয়সী
মাংশ, মাংশাশী/মাংশাসী	মাংস, মাংসাশী
মাড়ি	মাঢ়ী (দন্তবেষ্ট বা দন্তমূলীয় মাংসপ্রাচীর)
মাননীয়াষু	মাননীয়াসু [মহিলার ক্ষেত্রে]
মাননীয়েসু	মাননীয়েষু [পুরুষের ক্ষেত্রে]
মানষিকতা	মানসিকতা
মারপ্যাচ	মারপ্যাঁচ
মিতালী	মিতালি
মড়া	মরা (মরে যাওয়া অর্থে 'মড়া' অশুদ্ধ কিন্তু মৃতদেহ অর্থে শুদ্ধ। যেমন। মড়া পোড়ানো; যেমন : মড়াকে মেরে কী লাভ!)
মিমাংসা	মীমাংসা
মুখস্ত	মুখস্থ
মূখী	মুখী (যেমন : বহুমুখী, বাস্তবমুখী
মূখ্য	মুখ্য (কিন্তু মূর্খ)
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
মুরুব্বী	মুরুব্বি
মুহুর্ত	মুহূর্ত
যখন তখন/যখনতখন	যখন-তখন
যদ্যাপি	যদ্যপি
যীশুখৃষ্ট	যিশুখ্রিষ্ট
রবী ঠাকুর	রবি ঠাকুর
রবিন্দ্র	রবীন্দ্র
রবীন্দ্র নাথ	রবীন্দ্রনাথ
রূপায়ন	রূপায়ণ
রেশারেশি	রেষারেষি [বিরোধ, শত্রুতা অর্থে]
রেস্তোঁরা	রেস্তোরাঁ
লক্ষী	লক্ষ্মী (যেমন : লক্ষ্মী মেয়ে)

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
লক্ষমাত্রা/ লক্ষ্য মাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা
শতছিদ্র	শতচ্ছিদ্র
শতছিন্ন	শতচ্ছিন্ন
শৈল্য	শল্য (যেমন : শল্যবিদ, শল্যচিকিৎসা)
শষ্য	শস্য
শিক্ষক মণ্ডলী	শিক্ষকমণ্ডলী
শশুড়	শ্বশুর
শ্বাশুরী	শাশুড়ী
শিক্ষাঙ্গণ	শিক্ষাঙ্গন
শিরনাম/শিরণাম	শিরোনাম
শিরমণি	শিরোমণি
শুভাকাংখী/শুভাকাঙ্খী	শুভাকাঙ্ক্ষী
সৌখিন	শৌখিন
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রদ্ধা পূর্বক	শ্রদ্ধাপূর্বক
শ্রদ্ধাভাজনীয়	শ্রদ্ধাভাজন
শ্রদ্ধাষ্পদ	শ্রদ্ধাস্পদ
স্বচ্ছল	সচ্ছল (কিন্তু স্বচ্ছন্দ)
সতীন	সতিন [অর্থাৎ স্বামীর অন্য স্ত্রী]
সত্তেও/সত্ত্বেও	সত্ত্বেও
সত্যয়নপত্র/সত্যয়ন-পত্র	সত্যায়নপত্র/সত্যায়ন-পত্র
সত্যয়িত	সত্যায়িত (কিন্তু প্রত্যয়িত)
সত্ত্বর	সত্বর
সদ্যজাত	সদোজাত
সন্ধা	সন্ধ্যা, সন্ধে
সন্ধ্যা বেলা/সন্ধে বেলা	সন্ধ্যাবেলা/সন্ধেবেলা
সন্যাস, সন্যাসী	সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী
স্বপক্ষে [সমর্থনে, অনুকূলে অর্থে]	সপক্ষে (যেমন : তার সপক্ষে কথা বলার লোক নেই)
স্বপরিবারে	সপরিবারে [পরিবারসমেত অর্থে]
স্বপত্নী	সপত্নী [সতীন অর্থে। স্বপত্নী :

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
স্বপত্নীক	সপত্নীক [সস্ত্রীক, স্ত্রীর সঙ্গে]
স্বপ্ন বিলাস	স্বপ্নাবিলাস
সব কিছু	সবকিছু
সর্বশান্ত	সর্বস্বান্ত
সমণ্বয়, সমণ্বিত	সমন্বয়, সমন্বিত
সমাধিস্থ [কবরস্থ অর্থে]	সমাহিত
সমীচিন	সমীচীন
সমৃদ্ধশালী	সমৃদ্ধিশালী, সমৃদ্ধ
সন্মানীয়/ সম্মানীয়	সম্মাননীয় [সম্মানের যোগ্য অর্থে]
সন্মানীত	সম্মানিত [শ্রদ্ধেয় অর্থে]
সন্মেলন	সম্মেলন
সরণী	সরণি
সর্বোতভাবে	সর্বতোভাবে
সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
সহকর্মি	সহকর্মী
সহমর্মীতা	সহমর্মিতা
সহযোগীতা/সহযোগি	সহযোগিতা/ সহযোগী
সহকারি	সহকারী (অথচ সরকারি)
সাড়াশি, সাঁরাশি	সাঁড়াশি
সাক্ষাত	সাক্ষাৎ (কিন্তু সাক্ষাতে)
সাক্ষাতকার	সাক্ষাৎকার
শান্তনা/সান্তনা	সান্ত্বনা
সাফল্য মণ্ডিত	সাফল্যমণ্ডিত
সামগ্রীক	সামগ্রিক
সামর্থ	সামর্থ্য
স্বার্থক, স্বার্থকতা	সার্থক, সার্থকতা
স্বাক্ষরতা দিবস	সাক্ষরতা দিবস (কারণ, দিবসটি 'স্বাক্ষর' শেখাবার দিবস নয়; মানুষকে অক্ষরজ্ঞান প্রদানের দিবস। সাক্ষর = স + অক্ষর)
সার্বভৌম্য	সার্বভৌম

অশুদ্ধ বা বর্জনীয়	শুদ্ধ
সুকৃতী	সুকৃতি
সুঁচ/সূচ	সুচ (কিন্তু সুঁই, ছুঁচ)
সুতী/সূতি	সুতি/সুতো
সুরুচী	সুরুচি
সুসম	সুষম (কিন্তু অসম)
সুষ্টু/সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
স্তুপ	স্তূপ
স্তূপকৃত	স্তূপীকৃত
স্থায়ীভাবে	স্থায়িভাবে
স্নেহাষ্পদ	স্নেহাস্পদ
স্বত্তাধিকারী	স্বত্বাধিকারী (স্বত্ব + অধিকারী)
সপক্ষ	স্বপক্ষ [নিজের দল বা স্বার্থ বোঝাতে : স্বপক্ষের মানুষ, স্বপক্ষীয় কর্মী]
সাক্ষর [দস্তখত অর্থে]	স্বাক্ষর (যেমন : চিঠিতে কারো স্বাক্ষর নেই)
হটাৎ/হঠাত	হঠাৎ
হিরন্ময়	হিরণ্ময় (হিরণ + ময়; কিন্তু মৃৎ + ময় = মৃন্ময়)
হৃদপিণ্ড	হৃৎপিণ্ড

কার সঙ্গে কে যাবে

কার সঙ্গে কে যাবে সেটি বাংলায় শুধু নয়, ইংরেজিতেও আমাদের জানতে হয়। জানতে হয় এ জন্য যে আমরা বাঘের বাচ্চা বলি কিন্তু শার্দুলের বাচ্চা বলি না। কারণ ভারী শব্দের সঙ্গে হালকা শব্দ যায় না; যেন পাশাপাশি বসতে ভয় পায়। তাই, আমাদের বলতে হয় বাঘের বাচ্চা কিন্তু শার্দুলশাবক, সিংহের বাচ্চা কিন্তু কেশরীশাবক, কুকুরের বাচ্চা কিন্তু সায়মেয়শাবক, হরিণের বাচ্চা কিন্তু মৃগশাবক, শুয়োরের বাচ্চা কিন্তু বরাহশাবক, বানরের বাচ্চা কিন্তু শাখামৃগশাবক, বিড়ালের বাচ্চা কিন্তু মার্জারশাবক, খবরের কাগজ কিন্তু সংবাদপত্র, শ্বেতবস্ত্র কিন্তু শাদা কাপড়, ফুলের তোড়া কিন্তু পুষ্পস্তবক, মড়া পোড়ানো কিন্তু শবদাহ।

আরও একভাবে বিষয়টি দেখা যায়। জলপ্রপাত কিন্তু পানিপ্রপাত নয়, জলযোগ কিন্তু পানিযোগ নয়, জলখাবার কিন্তু পানিখাবার নয়, বিয়েবাড়ি কিন্তু বিবাহবাসর, কালো রঙ কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ, লাল রঙ কিন্তু লোহিতবর্ণ, ফুলের বাগান কিন্তু পুষ্পোদ্যান, সাগরপাড়ি কিন্তু সমুদ্রযাত্রা। আছে, এরকম আরও আছে। অজস্র আছে।

ইংরেজিতে Narrow ও Thin অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি হলেও ব্যবহারের সময় কিন্তু একটু বাছাবাছি করতে হয়। ভাষাটি যাদের, তারা তেমনই করে।

Narrow road	Narrow range	Thin legs	Thin layer
Narrow entrance	Narrow stairs	Thin ice	
Narrow victory		Thin material	
Narrow majority		Thin line	

দেখে নেয়া যায় কান্নার আছে কত রূপ

Cry : Most general word for producing tears when you are un-happy or hurt or extremely happy. যেমন, cry : [শব্দ করে কাঁদা।]

Sob : Crying noisily taking sudden and sharp breaths. [শব্দ করে কাঁদা। শ্বাস ফেলেফেলে।]

Wail : To cry in a loud and high voice. [উচ্চৈস্বরে কাঁদা ('উচ্চস্বরে' নয়)। কান্না = ক্রন্দন, কাঁদা = ক্রন্দন করা।]

Whimper : To cry making a low and weak noise. [ছোট ও দুর্বল শব্দে কাঁদা। আমার কান্না পায়— শুদ্ধ, কিন্তু আমার কাঁদা পায়— অশুদ্ধ।]

Weep : To cry quietly for a long time. [নীরবে অনেকক্ষণ ধরে কান্না করা।]

Blubber : Cry noisily, especially in an annoying way. [শব্দ করে কাঁদা, বিরক্তিকর ভঙ্গিতে।]

To be in tears ; to be crying ; to burst into tears : to suddenly begin to cry. [কান্নায় ফেটে পড়া]

To cry her eyes out কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলা।

যে বানান আমাদের ভ্রমসঙ্গী হতে চায়

Accommodate	Exorbitant	Omission	Sergeant
achieve	Eligible	Maintenance	Receive
All right	Embarrass	Marshal	Repellent
Amateur	Enmity	Memento	Rhythm
Auxiliary	Exaggerate	Nickel	Sanitarium
Battalion	Existence	Occurrence	Seize
Bureau	Enforceable	Pantomime	Separate
Category	Exuberant	Parliament	Sheriff
Cemetery	Fluorescent	Penicillin	Siege
Champagne	Forcible	Perennial	Sieve
Colossal	Foreword	Personnel	Similar
Connoisseur	Fullfill	Philippines	Supersede
Proteas	Hemorrhage	Pneumonia	Surveillance
Consensus	Homogeneous	Precede	Tattoo
Dependent	Influential	Prewar	Tobacco
Diesel	Inoculate	Procedure	Unparalleled
Diphtheria	Irrelevant	Propeller	Villain
Disastrous	Leisure	Protein	Wiener
Receive	Liaision	Questionnaire	Yield
	Lieutenant	Queue	Persuasion
	Liquor	Persuation	Pursue

ইংরেজিতে শুদ্ধ বাংলায় ভুল

Five students কিন্তু বাংলায়— পাঁচজন ছাত্ররা নয় (পাঁচজন ছাত্র)

All the boys and girls — সকল বালকেরা ও বালিকারা নয় (সকল বালকবালিকা)

Hundreds of People — শতশত লোকেরা নয় (শতশত লোক)

কেউ দেয় না নজর আমাদের ওপর

It's a good phenomena নয় (good phenomenon, Phenomena বহুবচন)।

It's a good criteria নয় (criterion, criteria বহুবচন)।

It's a big stadia নয় (stadium, stadia বহুবচন)।

We attended a symposia নয় (symposium, symposia বহুবচন)।

One of my teachers are coming নয় (is coming)।

None but the graduates is eligible নয় (are eligible)।

যে steps-গুলো আমরা নিয়েছি নয় (যে steps আমরা নিয়েছি/যে step-গুলো আমরা নিয়েছি)।

যে orders-গুলো আমরা দিয়েছি নয় (যে order-গুলো আমরা দিয়েছি)।

Congratulation নয় (Congratulations)

Thanks God, I am safe নয় (Thank God, I am safe)।

Uncountables হয়ে যাচ্ছে Countables
(অর্থের তেমন পরিবর্তন ছাড়া।)

Laughter	a laugh
Bread	a loaf
Pay	a payment
Poetry	a poem
Clothing	a garment
Luggage	a suitcase
Permission	a permit
Work	a job

আমাদের আরও ছোট করা যেতো

যা বলতে মন চায়/যা বলে ফেলি	যা বললেই চলবে / আর কিছুর দরকার নেই।
Dead body	Body (Body মানেই মৃতদেহ। শব)
New innovation	Innovation (all innovations are new)
The city of Minneapolis	Minneapolis (একটি নগরীর নাম)
The sum of $5	$5
Future plans	Plans (plan সবসময় ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত)
Past history	History (history, সবসময় Past-এর সঙ্গে যুক্ত)
An oblong shape	Oblong (একটি Shape-এর নাম)
Completely decapitated	Decapitated
Canary bird	Canary (পাখির একটি প্রজাতি)
Collie dog	Collie (কুকুরের একটি প্রজাতি)
Start off	Start
Invited guests	Guests (Guest সব সময়ই আমন্ত্রিত)
The year of 1967	1967
Old adage	Adage (all adages are old age related)
Very unique	unique (there are no degrees of uniqueness)

Old traditions of the past	Traditions (সবসময় অতীতের সঙ্গে যুক্ত)
Lift up	Lift
In a dying condition	Dying
The hour of noon	Noon
Easter Sunday	Easter (এটি সবসময় রোববারেই পড়ে)
First of all	First (যে সবার আগে যায়, সে-ই First.)
Consensus of opinion	Consensus
None at all	None
Two twins	Twins (twin দু'জন ছাড়া হয় না)
Complete monopoly	Monopoly (monopoly সব সময় complete)
Winter months	Winter (মাস বলার দরকার নেই)
New recruit	Recruit (recruit সবসময় নতুন)
Present incumbent	Incumbent (incumbent সবসময় বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত)
In the meantime	Meantime
Close proximity	Proximity (Proximity'র সঙ্গে নৈকট্য থাকবেই।)
Large sized	Large
Made of iron	Iron
Reported to the effect that	Reported
Actual fact	Fact (all facts are actual)
Finished up	Finished
Seem to be	Seem
The subject of charity	Charity

উচ্চারণে মনযোগ বড় কম পাই

Enmity (এনমিটি)	Financing (ফিনান্সিং। ফাইনান্সিং নয়)
Debtor (ডেটর)	Slaughter (শ্লটার)
Diary (ডেরি)	Dirt (ডার্ট)
Delicious (ডিলিশাস)	Skirt (স্কার্ট)
Victual (ভিটল)	Puberty (পিউবার্টি)
Asked (আসট্, আস্কড্ নয়)	lgnite (ইগনাইট)
Development (ডিভেলাপমেন্ট)	Ignition (ইগনিশান)
Vicious (ভিশাস, ভিশিয়াস নয়)	Poor (পুয়া, পুওর নয়
Whirlpool (ওয়ালপুল)	Receipt (রিসিট। রিসিপ্ট নয়)
Fuel (ফিউল। ফুয়েল নয়)	Shrew (শ্রু)
Stadium (স্টেইডিয়াম)	Liquor (লিকার)
Paper (পেইপার, পেপার নয়)	Unanimous (ইউন্যানিমাস। আন-অ্যানিমাস নয়)
Won (ওয়ান। ওন নয়)	Worry (ওয়ারি। ওরি নয়)
Worth (ওয়ার্থ। ওর্থ নয়)	Worried (ওয়ারিড। ওরিড নয়)
Punitive (পিউনিটিভ। পানিটিভ নয়)	Omelete (অমলিট। অমলেট নয়)
Debut (ডেব্যু, ডিবাট নয়)	Virgo (ভার্গো)
Debutant (ডেব্যুতেঁ)	Able (এইবল)
Chivalry (শিভালরি)	Table (টেইবল)
Cupboard (কাবার্ড, কাপবোর্ড নয়)	Social (সোশাল)
Chauffeur (শৌফার)	Director (ডিরেক্টর, ডাইরেক্টর নয়)
Malafide (ম্যালাফাইডি, ম্যালাফাইড নয়)	Cxhampagne (শ্যাম্পেন)
Bonafide (বোনাফাইডি, বোনাফাইড নয়)	Diesel (ডিজল)
Bequeth (বিকীদ্। বিকোয়েদ নয়)	

Sugar (শুগার। সুগার নয়)	Homogeneous (হোমোজেনাস)
Chef (শেফ)	Fluorescent (ফ্লোরোসেন্ট)
Chiffon (শিফন)	Memento (মেমেন্টো)
Charisma (ক্যারিজমা)	Sergeant (সারজেন্ট)
Chauvinism (শভিনিজম)	Steward (স্টুয়ার্ড)
Signor (সিনর)	Siege (সী'জ)
Czar/Tsar (জার)	Connoisseur (কনয়শার। কনয়শিয়ার নয়)
Heiress (এয়ারেস)	Fiance (ফিঁয়াসে। পুরুষ)
Hymn (হিম, হাইম নয়)	Fiancee (ফিঁয়াসি। স্ত্রী)
Columnist (কলামনিস্ট, কলামিস্ট নয়)	Adjudicator (অ্যাজুডিকেটর, অ্যাডজুডিকেটর নয়)
Either (ঈদার, আইদার নয়)	Ajourn (অ্যাজার্ন, অ্যাডজন নয়)
Conscience (কনশেন্স, কনসায়েন্স নয়)	Adjacent (অ্যাজাসেন্ট, অ্যাডজাসেন্ট নয়)
Conscientious (কনশেনশাস, কনশেনফিয়াস নয়)	Adjoining (অ্যাজয়নিং, অ্যাডজয়নিং নয়)
Neither (নিদার, নাইদার নয়)	Adjutant (অ্যাজুট্যান্ট, অ্যাডজুটেন্ট নয়)
Plumber (প্লামার, প্লাম্বার নয়)	Front (ফ্রান্ট, ফ্রণ্ট নয়)
Crater (ক্রেইটার, ক্রেটার নয়)	Baker (বেইকার, বেকার নয়)
Coquette (ককিট)	Comfort (কমফার্ট, কমফোর্ট নয়)
Cemetery (সিমেট্রি)	Effort (অ্যাফার্ট, অ্যাফর্টা নয়)
Sine die (সাইনে ডাই)	Strengthened (স্ট্রেনদেনড্, স্ট্রেঙদেনড নয়)
Rendezvous (রঁদেভ্যু)	Debt (ডেট)
Failure (ফেলিওর, ফোইলিওর নয়)	Debris (ডেব্রি, ডেব্রিস নয়)
Flour (ফ্লোর)	Bouquet (বুকে, বুকেট নয়)
Gourmet (গুরমে, গুরমেট নয়)	Stamp (স্ট্যাম্প)
Numbed (নামড্, নাম্বড্ নয়)	Stampede (স্ট্যামপিড)

বুঝতে চাইনা তফাৎ কোথায়

Girls (বালিকারা)	Row* (রো, সারি)	Live (লিভ, বাঁচা)
Girl's (বালিকার)	Row (রাউ, গণ্ডগোল)	Live* (লাইভ, সপ্রাণ) (যেমন সরাসরি সম্প্রচার)
Girls' (বালিকাদের)	Bow* (ধনুক, বো)	
White paper (শ্বেতপত্র সাদা কাগজ বা চিহ্নহীন কিংবা বেদাগ কাগজ নয়।)	Bow (ভাউ, নত হওয়া)	Suck (চুষে নেয়া)
Blank paper (লেখার কাগজ, চিহ্নহীন বা বেদাগ কাগজ)	Of (অভ্)	Suckle (চুষিয়ে নেয়া)
Bring (আনা)	Off (অফ)	Throat (গলা)
Fetch (গিয়ে আনা)		Throatle (টুটি চেপে ধরা)
Driver (গাড়ীর চালক বেতনভুক হতেও পারে, নাও হতে পারে)		In the South (সীমা বা চৌহদ্দির ভেতর দক্ষিণে)
Chauffeur (ভেতনভুক ড্রাইভার)	Its (ইহার)	To the south (সীমা বা চৌহদ্দির বাইরে দক্ষিণে)
Refuse (রিফিউজ, অস্বীকার, ভবিষ্যত সম্পর্কিত)	It's (ইহা হয়)	Minutes* (মিনিটস, ষাট সেকেণ্ড, সভার কার্য বিবরণী)
Deny (ডিনাই, অস্বীকার অতীত সম্পর্কিত)	Shopping (কেনাকাটা)	Resume (রিজিউম, পুনরায় শুরু করা)
Belief (বিশ্বাস)	Marketing (বিপণন)	Resume (রিজিউমে; জীবনবৃত্তান্ত আমেরিকান ইংরেজিতে)
Believe (বিশ্বাস করা)	Choice (পছন্দ)	device (কৌশল)
Advise (উপদেশ দেয়া)	Choise (পছন্দ করা)	devise (কৌশল প্রযোগ করা)
Advice (উপদেশ)	উচ্চারণে পার্থক্যের জন্য অর্থ বদলে যাচ্ছে।	

ভুল হলো উপস্থাপন

1. Inspite his efforts he could not suceed. (despite his efforts)...
2. Despite of her effort she could not do that. (শুধু despite; of লাগবে না)
3. He named his party as 'Nagorik Shakti' (as দরকার নেই)
4. He was appointed as Chairman. (as লাগবে না)
5. I tried to make it as a success. (as লাগবে না)
6. He called me as a lier. (as লাগবে না)
7. Don't tell the lie. (tell a lie)
8. Please speak truth. (the truth)
9. Please come at 10 a.m. in the morning. (am. লাগবে না। অথবা, a.m. থাকলে in the morning লাগবে না)
10. We don't have any future plan to implement. (শুধু plan; কারণ সব পরিকল্পনাই ভবিষ্যত সম্পর্কিত))
11. We need a man of past experience. (শুধু experience; কারণ সব অভিজ্ঞতাই অতীত সম্পর্কিত)
12. His mental state of mind in not good today. (হয় mental state, অথবা, state of mind)
13. He is a bald headed man. (headed man লাগবে না)
14. None but the graduates is eligible for the post. (are eligible)
15. One of my friends are present. (is present)
16. Most of my relatives was peresent. (were present)
17. The Bay of Bengal is in the South of Bangladesh. (to the South, সীমানার বাইরে হলে, তাই হবে।
18. The table is to the South of the room. (in the south, সীমানার ভিতরে)
19. Give me a piece of white paper. (blank paper)
20. Thanks God, we are safe (Thank god. এখানে কর্তা উহ্য থাকে)
21. I don't want to talk with you. (talk to you)
22. He is a Secretary of the Government. (to the govt.)
23. Give me a pen to write. (to write with)

24. Give me a Piece of paper to write. (to write on)
25. Give me a chair to sit. (to sit on)
26. Open page 50. (Open at)
27. He is a corrupted officer. (corrupt officer)
28. Don't go by 5-30 o'clock train. (by 5-30 train)
29. It's a two days workshop. (two day workshop)
30. He is going to see the cinema (see the movie. Cinema : প্রেক্ষাগৃহ)
31. I am going for Eid-marketing. (Eid-shopping)
32. She resigned from the post. (form লাগবে না)
33. The Headmaster and the Secretary was present in the meeting. (were present, the দু'বার থাকলে মানুষ দু'জন)
34. He is going to home. (to লাগবে না)
35. Give water to the sapling. (water the sapling)
36. He has a mobile phone. (a cell phone)
37. What are you talking? (talking about)
38. He passed order to his subordinates. (passed orders)
39. Give me the trouser. (trousers)
40. I and you shall do it. (you and I)
41. Karim, you and I will not go there. (you, Karim and I shall not)
42. He resembles like his brother. (like দরকার নেই)
43. My brother-in-laws are present. (brothers-in-law)
44. The dog was run by the bus. (run down)
45. He is a close kin of my teacher. (to my teacher)
46. One of my friends were present in the meeting (was present, ব্যক্তি যেহেতু একজন)
47. Face things as it comes (as they come অথবা Face thing as it comes)
48. He is a miserly man. (is miserly অথবা Miser man)
49. He is a foolish. (a foolish boy/men অথবা is foolishly; তখন 'a' লাগবে না।)
50. It does not suit with me (with লাগবে না।)

শেষ কথা

ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার, লেখার বেলায় ও বলার বেলায়, খুব বেশি কিছু দাবী করে না। সমস্যা হচ্ছে, যে সামান্য তার দাবী, মনের একটি 'নাছোড়' ভাব, তাও পূরণে আমাদের যেন মন নেই। ভাষার শুদ্ধতা একটি কাজ সবার আগে চায়—ইচ্ছে। যদি অন্তরে পণ থাকে যে শুদ্ধতার পথ থেকে বিচ্যুত হবো না, ভাষা শুদ্ধভাবে শেখার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবেই হবে। এই শিক্ষা শৃঙ্খলার অন্য নাম। শৃঙ্খলার মাঝে ভয় দেখলেই বিপদ। তাতে আনন্দ সন্ধান করতে হবে। এই সন্ধান সার্থক হয় তখনই, যখন প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয় আন্তরিকতা ও শ্রমমনস্কতা। 'শুদ্ধ বলা শুদ্ধ লেখা সে পথেই আমাদের প্রাণিত করুক। পথ যত কঠিনই হোক, শুদ্ধতার পথেই আমরা হাঁটবো। হাঁটবোই হাঁটবো।

লেখকভুবনে আবির্ভাব ছত্রিশ বছর আগে ১৯৭৩ সালে। প্রিয় বিষয় মুক্তিযুদ্ধ, মানুষ ও মানবতা নিয়ে প্রায় প্রতিদিন ঢাকা ও চট্টগ্রামের কাগজে প্রবন্ধ নিবন্ধ কলাম রম্যরচনা ও ছোটগল্প এবং ক্রিকেটবিষয়ক প্রতিবেদন ছাপা হলেও মুদ্রিত গ্রন্থসংখ্যা বিস্ময়করভাবে কম। *অসঙ্কোচ প্রকাশ*, *ব্যবহারিক বাঙলায় ভ্রমকণ্টক*, *অসবর্ণ* ও *চার কোণে চারজন*। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহারিক শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে রচনায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি তন্বিষ্ঠতায় শ্রমশীল। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদানকারী ড. রণজিৎ বিশ্বাস মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধী শক্তি কর্তৃক, উপর্যুপরি চারবার পদোন্নতিবঞ্চিত এক কর্মকর্তা। বর্তমানে সরকারের অতিরিক্ত সচিব রণজিৎ বিশ্বাস দু'সন্তানের জনক–অভিষেক বিশ্বাস ও উপমা বিশ্বাস। তাদের জননী শেলী সেনগুপ্তা একজন স্বনিয়োজিত গৃহকোণশিল্পী।

শুদ্ধ বলা শুদ্ধ লেখা

কেন শুদ্ধ বলবো, কেন শুদ্ধ লিখবো! এমন বিস্ময় আমাদের জিজ্ঞাসায় ঝরার কথা নয়। কারণ আমরা সবাই না মানলেও জানি, প্রকাশ শুদ্ধ হলে ব্যক্তির ও বিশ্বের কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু প্রাপ্তি আছে দু'প্রান্তের। যিনি বলছেন ও যিনি শুনছেন, যিনি লিখছেন ও যিনি পড়ছেন। বইটির নাম এ কারণেই *শুদ্ধ বলা শুদ্ধ লেখা*।

আমাদের খুব ভেবে বুঝতে হয় না যে শুদ্ধ বলা শুদ্ধ লেখার জন্য ভাবাটাই আসল। ভাবনায় যদি গলদ-গণ্ডগোল থাকে, গোল বড় তাড়াতাড়ি পাকে। তাই, শুদ্ধ আমরা বলবো এবং শুদ্ধ আমরা লিখবো– এই ভাবনার, কিংবা আরও জোরালো শব্দে বলা যায়-পণ-প্রতিজ্ঞার, একটা বীজতলা অন্তরমধ্যে তৈরী করার প্রণোদনা থেকেই কাজটি হাতে তুলে নেয়া। কোথাও না কোথাও কাউকে না কাউকে এমন অনাদৃত কাজওতো করতে হবে! সেজন্যই এ পথে পথচলা।

সূচীপত্র

ISBN 984-70022-0166-7